CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 14 April, 2024 ■ আগরতলা ১৪ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিদায় ১৪৩০, স্বাগত ১৪৩১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। আরো একটা নতুন বছর শুরু হচ্ছে। ক্যালেন্ডারের পাতায় জ্বল জ্বল করে উঠবে ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। বিদায় নিল ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। ইংরেজি নববর্ষের মত বাংলা নববর্ষের জাঁকজমক অনেকটাই কম। কারণ এটি সীমাবদ্ধ একটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই। গোটা বিশ্ব যেভাবে ইংরেজি নববর্ষে মেতে উঠে বাংলা নববর্ষ ও তার সাহেবীয়ানা ও আভিজাতের বালাই অনেকটাই কম। বাংলা নববর্ষে নেই আতশবাজির দাপাদাপি। টিভির পর্দায় থাকে না কোন চাকচক্যের অনুষ্ঠান। তবে বাংলা নববর্ষ বাঙালিদের কাছে গৌরবে অহংকারের। কারণ তার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানা। চৈত্রের শেষ লগ্নে বাঙালি ঘরে ঘরে পালন করে আর বিশু, মহাবিশু চৈত্র সংক্রান্তি। চরক পূজায় এখনো গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি উঠে আসে। এছাড়া উপজাতিদের উৎসব বিজুগরিয়া এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। অসমীয়া রা পালন করে বিহু উৎসব। তবে রাত পোহালেই বাংলার নববর্ষে মেতে উঠবেন বাঙালিরা। শনিবার বিভিন্ন জায়গায় নববর্ষ উপলক্ষে মেলা ও বসে গেছে মন্দিরে মন্দিরে আলো মালায় সেজে উঠেছে। দোকানিরা ব্যস্ত হিসাব নিকাশ নিয়ে। চৈত্র হাট এর শেষ লগ্নে ছিল কেনাকাটার ধুম। বছরের প্রথম দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপ্রাণ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে মন্দিরে ও পবিত্র জলে অবগাহন করে দিনের প্রথম দিনটা কাটাবেন। ব্যবসায়ীরা পূজা আশচনার মধ্য দিয়ে হালখাতা নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'পয়লা বৈশাখ হল বাংলা ক্যালেণ্ডারের প্রথম দিন। বাঙালীগণ সারা বিশ্বে এই উৎসব পালন করেন শোভাযাত্রা, মেলা এবং পারিবারিক সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে। বাঙলা নতুন বছরের ঐতিহ্যগত শুভেচ্ছা হল 'শুভ নববর্ষ'। এখানে নব মানে নতুন এবং বর্ষ মানে বছর-যার মানে হল শুভ নববর্ষ। এই উৎসব রাজ্যবাসীর জন্য আনন্দ, ভালোবাসা, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সৌভ্রাতত্বের বার্তা বয়ে আনে।'

নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন, বরখাস্ত প্রধানশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অধিকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার, স্বাক্ষরিত আদেশ অনুসারে রতন চন্দ্র দেবকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। রতন চন্দ্র দেব, মোহনপুর মহকুমার মোহনপুর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রধানশিক্ষক (প্রাই) পদে কর্মরত ছিলেন। রতন চন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক দলের প্রচারকর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অভিযোগ ছিল।

গোমতী নদী থেকে নর কঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষের আগে নর কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোমতী জেলায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার দুপুরে রাধা কিশোর পুর থানাধীন ছনবন ছাতারিয়া মাঝে গোমতী নদীতে নর কঙ্কাল দেখতে পাই স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের বক্তব্য দুপুরে গোমতী নদীতে স্নান করতে এসে দেখতে পায় গোমতী নদীর জলে কি একটি ভেসে রয়েছে। তা দেখতে গিয়ে দেখা যায় সেইটি একটি নর কঙ্কাল। নর কঙ্কাল দেখে এলাকাবাসিরা ভয়ে চিৎকার শুরু করলে এলাকার অন্যান্যরা ছুটে এসে খবর দেয় রাধা কিশোর পুর থানায়।

এদিকে নর কঙ্কাল উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শফিক দে, রাধা কিশোরপুর থানার ওসি বাবুল দাস, মহিলা থানার ওসি আল্পনা সরকার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার নমিত পাঠক বলেন নর কঙ্কালটি অনেক পুরনো, পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম আমলে রাজনৈতিক খুনের মামলা গুলি পুনরায় খোলা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। সিপিআইএম-এর শাসনামলে ঘটে যাওয়া সমস্ত রাজনৈতিক হত্যা মামলা পুনরায় খোলার বিষয়ে বিবেচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত হবার পরেই আইন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তিনি এই বিষয়ে পরামর্শ চাইবেন। শনিবার আগরতলার শান্তিপাড়ায় আয়োজিত একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর যারা খুন করেছে, যাদের হাতের রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কংগ্রেস। ভগবানের কাছে গিয়ে কি জবাব দেবেন? নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। বাম কংগ্রেস জোট বলতে তাদের নিজেদেরই লজ্জা হয়। সেজন্যই এর নতুন নামকরণ করেছেন ইন্ডি জোট।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রের বুলি বলতে থাকেন তারা। গত ৩৫ বছরে রাজ্যে কোথায় গণতন্ত্র ছিল? জনগণ সেটা জানে। কমিউনিস্টদের কাছে আগে নিজে, তারপরে দল, তারপরে দেশ। এভাবেই তারা রাজনীতি করতো। কমিউনিস্টদের রাজনীতিকে স্টেলিনের নীতির সঙ্গে তুলনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আগে দেশ। দেশের সেবায় মূল ধর্ম বিজেপির। তাই মানুষ জানে জনগণের জন্য একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিন্তা করেন।

তিনি কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে আরো বলেন, যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন তারাই গণতন্ত্র মানেন না। যে সকল দেশের কমিউনিস্টরা রয়েছেন সেসব দেশেই গণতন্ত্র নেই। গনতন্ত্রের দোহাই দিতে দিতে নিজেদের সমাজবাদী বলতে বলতে সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে গেছে কমিউনিস্ট। তিনি বলেন, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। তাই একে অপরকে আঁকড়ে ধরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে বিরোধীদের জামানত জব্দ হবে ঃ রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি রাজ্যের ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উপ নির্বাচন। উপনির্বাচনের প্রার্থী দীপক মজুমদারের সমর্থনে শনিবার আগরতলা প্রগতি স্কুল মাঠ থেকে এক বাইক রেলির আয়োজন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, প্রার্থী দীপক মজুমদার সহ আরো অন্যান্যরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, এই নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীর জামানত জব্দ হবে। এই আসনের প্রার্থী রতন দাস বিগত দিনে রামনগরবাসীর জন্য এমন কোনো কাজ করেননি যার দরুন মানুষ তাকে ভোট দেবে। তাই উপ নির্বাচনে রামনগর কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত। আর বিপুল ভোটের ব্যবধানে এই জয় হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। মন্ত্রী আরো বলেন, এই নির্বাচনের পরে সিপিএম বিরোধী দলের মর্যাদা হারাবে। কংগ্রেসেও এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ

পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন ৪৪৫৭জন উপনির্বাচনে ১৯৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত ৮৫ উদ্ধ বয়স্ক নাগরিক এবং দিব্যংগজনদের বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ হয় গত ১০ এপ্রিল,২০২৪ এবং ১২ এপ্রিল, ২০২৪ ইং। বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় কেন্দ্রে ৪৪৫৭ জন ভোটার ভোটদান করেন। অন্যদিকে ৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ১৯৬ জন ভোটার ভোটদান করেন। ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্র এবং ৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে ৮৫ উদ্ধ বয়স্ক নাগরিক এবং দিব্যংগজনদের বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ছিল।

শুভেচ্ছা ও ছুটি

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাগরন পত্রিকা ও রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই সোমবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। মঙ্গলবার যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

কর্মাধ্যক্ষ

রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঃ নাড্ডা

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) ।। রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ শনিবার নাগাল্যান্ডের চুমুকেদিমা জেলায় একটি সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

আজ শনিবার দুপুরে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে পৌঁছেছেন জেপি নাড্ডা। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি সহ অন্যরা। ডিমাপুর থেকে তিনি চলে যান চুমুকেদিমা জেলায় এনডিএ-এর এক নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে। সমাবেশে প্রদত্ত নির্বাচনী ভাষণে জেপি নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। নাগাল্যান্ডের যে রূপান্তর চলছে তা এই প্রচেষ্টার সুফল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী উত্তরপূর্বের উন্নয়নে ৫৫ হাজার কোটি টাকার ভিত্তিপ্রস্তরের পাশাপাশি বহু প্রকল্পের উদ্বোধান করেছেন। মোদীজির বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই তা সম্ভব হচ্ছে। বলেন, রাজনীতির সংস্কৃতি, সংজ্ঞা, শৈলী বদলে দিয়েছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর একটাই মন্ত্র সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। এই মন্ত্রে গোটা সরকার ও প্রশাসনে স্বচ্ছ কর্মসংস্কৃতি আনতে পেরেছেন তিনি।

দেশে সুখ, শান্তি, স্বচ্ছ প্রশাসন বজায় রাখতে নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। তাই এনডিএভুক্ত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে মোদীকে দিল্লির আসনে ফের বসানোর আহ্বান জানান নাড্ডা।

জেপি নাড্ডার এই সফরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটারদের সমর্থন আদায়ের পাশাপাশি বিজেপি কার্যকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি জনকল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। জলে পড়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। ঘটনা মধুপুর থানার অন্তর্গত কোনাবন ওএনজিসি এর জি সি এস সংলগ্ন এলাকায়।

জানা গেছে, পরিবারের লোকজনদের অসাবধানতার কারণে ওই এলাকার কমল দেবনাথ এর তিন বছরের শিশু সন্তান সুরজিৎ দেবনাথ শনিবার সকালে খেলার ছলে বাড়ির পাশের একটি জলাশয়ে পড়ে যায়। সেই জলাশয়ের জলে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তিন বছরের সুরজিৎ দেবনাথ নামে এই ছোট্ট শিশু সন্তানের।

পরে ছোট্ট সুরজিৎ দেবনাথকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে তার পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরে বাড়ির পাশে জলাশয়ে তিন বছরের শিশু সুরজিৎ দেবনাথের দেহ ভাসতে দেখে তাকে সেখান থেকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে তড়িঘড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্যাস না পেয়ে যান চালকদের পথ অবরোধে আটকে পড়লেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ এপ্রিল ।। রাস্তা অবরোধের জেরে আটকে পড়লেন খোদ মন্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার উদয়পুরে। বিগত তিনদিন ধরে সিএনজি না পেয়ে উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করেন যান চালক। অবরোধের জেরে রাস্তায় আটকে পড়লেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আর.কে পুর থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের অভিযোগ, একাধিক জায়গায় জানিয়েও সুরাহা না মেলায় আজ এই অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। যদিও পরবর্তীতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়ে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন এলাকাবাসীরা। এদিকে এই বিষয়ে সিএনজি স্টেশনের মালিক জানিয়েছেন, টিএনজিসিএল ও এসপিসিএল - এর মধ্যে বিল সংক্রান্ত ঝামেলায় গ্যাস দিচ্ছে না মিডিলম্যান এসপিসিএল। তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন সমস্যা সমাধানের জন্য। তবে কেউই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন নি।

নববর্ষে ইলিশের ছ্যাঁকায় হাত পুড়বে ভোজন রসিক বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। বাংলা নববর্ষ মানেই খাদ্য রসিক বাঙ্গালীদের রকমারি খাওয়া দাওয়া। আর সেই পাতে ইলিশ থাকবে না, তা হতেই পারে না। সেজন্যই ইতিমধ্যেই রাজ্যের বাজারে এসে গেছে ইলিশ মাছ। রবিবার একে ছুটির দিন, তার ওপর বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন। আমোদ প্রমোদ, খাওয়া দাওয়া, মিষ্টিমুখ এসবই চলবে এদিন দিনভর। এদিন বাঙালির দুপুরের ভোজে ইলিশ মাছ অবশ্যই চাই পাতে। সেই রসদ যোগাচ্ছে বাংলাদেশের চাঁদপুরের ইলিশ। বিভিন্ন ওজনের ইলিশ মাছ ইতিমধ্যেই এসেছে রাজ্যে। বিভিন্ন দামের ইলিশ মাছ লক্ষ্য করা যায় বাজারগুলোতে এবার। মোটামুটি ১৪০০ টাকা কেজি দর থেকে শুরু হচ্ছে ইলিশ মাছ। যদিও সাধারণ বাজারের তুলনায় নববর্ষের বাজারে এই দাম অনেকটাই বেশি বলে ধারণা ক্রেতাদের। বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা এর থেকে বেশি মূল্যেও মাছ বিক্রি করছে বলে, অভিযোগ একাংশের। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা বাজারে নজরদারি রাখলে দাম কিছুটা স্বাভাবিক থাকবে বলে অভিমত সচেতন ক্রেতাদের।

তবে যাই হোক, বছরের প্রথম দিন বলে কথা। খাদ্য রসিক বাঙালির নববর্ষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০◘ সংখ্যা ১৮৩ ◘১৪ এপ্রিল ২০২৪ইং ◘ ১বৈশাখ ◘ রবিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

এসো হে বৈশাখ

বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। বাংলা নববর্ষে ভোজন রসিক বাঙালিরা রকমারি ভোজনের আয়োজন করে থাকেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যতই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগুক না কেন বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব কোন অংশেই কমিয়া যায় নাই। গ্রাম ত্রিপুরায় গুরু জন দের প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ নেওয়ার রেওয়াজ চালু রহিয়াছে। নববর্ষে অনেকেই নতুন কাপড় পরিধান করেন। সারা বছর যাতে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে পারেন সেই জন্য অনেকেই নববর্ষে বিশেষ পূজার্চনায় শামিল হন। মন্দিরগুলিতে এদিন সকাল থেকেই ভক্ত প্রাণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। ফেলিয়া আসা বছরকে বিদায় জানাইতে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাইতে সাংস্কৃতিক প্রেমে মানুষজন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও শামিল হন। বাঙ্গালীদের এই ঐতিহ্য ধরিয়া রাখিতে সকলকে আরো যত্নবান হইতে হইবে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পশ্চিমবিংশ সংস্কৃতির করাল গ্রাস যেভাবে আমাদের বাঙালি সমাজকে গ্রাস করিতে শুরু করিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত করিতে হইলে বাংলা নববর্ষ পালন সহ বাঙ্গালীদের নানা কৃষ্টি সংস্কৃতি আরো বেশি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলা নববর্ষে ইহাই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতিতে কিভাবে এলো তাহা জানিতে হইলে আমাদের অবশ্যই বাংলা নববর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে জানিতে হইবে। পহেলা বৈশাখ বা পয়লা বৈশাখ পালন করা হয় বাংলা বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে। এই বাংলা বছর বা বাংলা পঞ্জিকা কিভাবে এলো? প্রথমে সৌর পঞ্জি অনুসারে বাংলা মাস পালিত হইত অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। তখনও আসাম, তামিল নাড়ু, ত্রিপুরা, বঙ্গ, পাঞ্জাব প্রভৃতি সংস্কৃতিতে বছরের প্রথম দিন উদযাপনের রীতি ছিলো। তাহা হইলে বাংলা নববর্ষের ইতিহাসে বাংলা বারো মাস কিভাবে এলো? আর এর দিন, ক্ষণ কিভাবে ঠিক করা হইলো? বাংলা সনের প্রবর্তক নিয়া সম্রাট আকবর বেশি আলোচিত হইলেও, বাংলা পঞ্জির উদ্ভাবক ধরা হয় আসলে ৭ম শতকের রাজা শশাঙ্ককে। পরবর্তীতে সম্রাট আকবর সেটিকে পরিবর্তিত করেন খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে। প্রথমে আকবরের পঞ্জিকার নাম ছিল ''তারিখ-এ-এলাহী'' আর ঐ পঞ্জিকায় মাসগুলো আর্বাদিন, কার্দিন, বিসুয়া, তীর এমন নামে। তবে ঠিক কখন যে এই নাম পরিবর্তন হয়ে বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ হলো তা নিশ্চিত করে কেউ বলিতে পারে না। ধারণা করা হয় যে, বাংলা বারো মাসের নামকরণ করা হইয়ায়ছে বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে। যেমন- বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জায়ীস্থা থেকে জৈষ্ঠ্য, শার থেকে আষাঢ়, শ্রাবণী থেকে শ্রাবণ এমন করিয়াই বাংলায় নক্ষত্রের নামে মাসের নামকরণ হয়।

ভারতবর্ষে মোগল সম্রাজ্য পরিচালিত হতো, হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে। আর হিজরি পঞ্জিকা চাঁদের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষকদের কৃষি কাজ চাঁদের হিসাবের সাথে মিলতো না, তাই তাহাদের অসময়ে খাজনা দেয়ার সমস্যায় পরিতে হইতো। সেই কারণে খাজনা আদায়ে কৃষকদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সম্রাট আকবর বর্ষ পঞ্জিতে সংস্কার আনেন। তখনকার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সম্রাট আকবরের আদেশে সৌর সন ও হিজরি সন এর উপর ভিত্তি করে বাংলা সনের নিয়ম তৈরি করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে প্রথম বাংলা সন গণনা করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবেই খাজনা আদায়ে এই গণনা কার্যকর শুরু হ ইয়েছিল ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর থেকে। পূর্বে ফসল কাঁটা ও খাজনা আদায়ের জন্য এই বছরের নাম দেয়া হয়ে ছিলো ফসলি সন। পরে তা বঙ্গাব্দ আর বাংলা সন করা হয়। তখন চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে খাজনা, শুল্ক দিতে হতো কৃষকদের। তাই তখন থেকেই সম্রাট আকবর কৃষকদের জন্য মিষ্টি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেন। হালখাতার প্রচলনও সম্রাট আকবরের সময় থেকেই ব্যবসায়ীরা করিয়াছে।

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের সূচনা করে। এই দিনটি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এটি কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়। সামাজিক উৎসব হিসেবে এর রহিয়াছে সর্বজনীন আবেদন। উৎসব উদযাপন আমাদের একটি বছর শেষ করতে এবং একটি নতুন শৈলীতে শুরু করতে শেখায় যা আমাদের নিজস্ব পরিচয়। নববর্ষ উদযাপনের ঐতিহ্য বিশ্বের অনেক জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। ইরানের জনগণ ''নওরোজ''কে নতুন বছরের প্রথম দিন হিসেবে পালন করে। নতুন বছরকে স্বাগত জানাইতে ইউরোপের মানুষও নববর্ষের ১ম দিন পালন করে। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, বাংলা নববর্ষ পালিত হয় ১ম বাংলা মাসের ১ম দিনে। তাই বাংলা নববর্ষকে 'পয়লা বৈশাখ'ও বলা হয়।পহেলা বৈশাখের দিন বাংলা নববর্ষের প্রচলন হয় মুঘল সম্রাট আই কবরের আমলে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে কর (খাজনা) আদায়ের দিনটি চালু করেন, বাংলা নববর্ষকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। রমনা বটমূলে, এটি জমকালোভাবে পালিত হয়।বাংলা নববর্ষ অনেক মানুষ বিশেষ করিয়া বাংলায়, প্রতি বছর খুব উৎসাহের সাথে উদযাপন করে। পহেলা বৈশাখ একটি রঙিন দিন যা আমাদের শিকড়, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করে। রমনার বটবৃক্ষের নিচে ভোরবেলা শুরু হয় ঠাকুর কৃষকের গানের মধ্য দিয়ে। বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছেন নজরুল। এই দিনে লোকেরা নতুন জামাকাপড় পরে এবং সুস্বাদু মিষ্টি সহ অনেক মুখের জল খাওয়ার খাবার খায়। ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা ''হালখাতা'' নামের খাতা খুলিয়া তাহাদের গ্রাহক ও ক্রেতাদের মিষ্টি উপহার দেন। অনেকের জন্য, এটি পুনর্মিলনের একটি দিন এবং লোকেরা তাদের বন্ধু এবং পরিবারের সাথে এই দিনটি উদযাপন করে। উভয় গ্রামীণ শহুরে এলাকার লোকেরা বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিনটি পালন করে। অনেকেই এই দিনে বাঙালি খাবার (থালা) উপভোগ করেন যেমন 'পান্থা-ইলিশ'।গ্রামের লোকেরা তাহাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এই দিনটি পালন করে। গ্রামাঞ্চলে পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত মেলাগুলো খুবই আকর্ষণীয়। গ্রামীণ বিভিন্ন পেশার মানুষের তৈরি বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ওই মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য আনা হয়। এদিন আল্পনা নামে মেঝেতে গুঁড়া চালের তৈরি সুন্দর নকশা দেখা যায়। এগুলো মূলত পরিবারের গৃহবধূরাই তৈরি করেন।অনেক বাঙালির জন্য, এই দিনটিকে একটি অত্যন্ত শুভ দিন হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং এই দিনে অনেক নতুন প্রকল্প এবং ব্যবসা শুরু হয়। কিছু ফাংশন আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে সাজানো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হইল চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বলি খেলা বা কুস্তি। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল গম্ভীরা। অনেক ব্যবসায়ী তাদের অ্যাকাউন্টের নতুন বই শুরু করেন যাহা 'হাল-খাতা' নামে পরিচিত। 'বাঙালি নববর্ষ' উৎসবের ঐতিহ্য ও পালন আমাদের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর জন্য নতুন উদ্যমে অনুপ্রাণিত করে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে আমরা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে পারি।

পয়লা বৈশাখ উদযাপনের নানা আঙ্গিক

অমিতাভ বসু

পয়লা বৈশাখ। বাঙালির নতুন বছরের শুরু। পয়লা বৈশাখ বা নববর্ষ আনন্দ এবং উৎসবে ভরা একটি দিন। এই দিনটিতে ধরা পড়ে এক নতুন অনুভবের চেতনা ও উল্লাস। এই আশা মিশ্রিত অনুভূতি চিরন্তন, যা জন্ম দেয় এমন এক সংস্কৃতির যা মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এর আছে নানা আঙ্গিক।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে, বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেন মুঘল সম্রাট আকবর। তখনকার দিনে হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি কর আদায় করা হতো। কিন্তু কৃষক ও ব্যবসায়ীরা সৌর ভিত্তিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করত যেটি চন্দ্র ভিত্তিক হিজরি ক্যালেন্ডার থেকে ভিন্ন ছিল। এতে কর আদায় প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতি দেখা দেয়। করদাতাদের সুবিধা ও কর সংগ্রহ সহজ করার জন্য আকবর ক্যালেন্ডারের সংস্কারের নির্দেশ দেন। সেই সংস্কারের ফলস্বরূপ একটি নতুন ক্যালেন্ডার প্রবর্তন হয়,যা বাংলা ক্যালেন্ডার বা ফাসলি সন নামে পরিচিত। জন্ম হয় বঙ্গাব্দের। কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, হোসেন শাহ নামে বাংলার এক শাসক এই নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছিলেন। আরেক দল ঐতিহাসিক বলেন বাংলার সপ্তম শতাব্দীর রাজা শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ উদ্ভাবন করেন। এটা খুবই সম্ভব যে আকবরের সময়ের আগে বাংলা ক্যালেন্ডার বিদ্যমান ছিল এবং মুঘল সম্রাট তার রাজ দরবারের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য পন্ডিতদের সহায়তায় এটিকে নতুন করে উদ্ভাবন করেন।

বাংলা ক্যালেন্ডার উদ্ভাবনের ইতিহাস যাই হোক না কেন, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের জন্য পয়লা বৈশাখ দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিন থেকে ব্যবসার নতুন আর্থিক বছর শুরু। আর এই দিন থেকে হিসেবের খাতা যা হাল খাতা নামে পরিচিত তাতে নতুন আর্থিক বছরের

হিসাব লেখা আরম্ভ করা হয়। হিসেবের খাতাটি কোনও মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পুজো করিয়ে আনার প্রথা আছে। খাতার প্রথম পাতায় সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দেন পুরোহিতরা যা বিশেষ মঙ্গল বার্তা বহন করে। এছাড়া নববর্ষের প্রথম দিনে দোকান পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে গণেশ এবং লক্ষ্মীর পূজা করার প্রচলন আছে। এই দিন ক্রেতারা তাদের পুরানো বকেয়া পরিশোধ করেন। আবার কেউ কেউ নগদে কিছু জিনিসপত্র কেনেন। আগে অনেক দোকানদাররা হালখাতা উপলক্ষ্যে রীতিমত নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে উতসবের আয়োজন এবং ক্রেতাদের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করতেন। মনে পড়ে আমার শৈশবে ঠাকুরদার হাত ধরে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে যাওয়া এবং মিষ্টির বাক্স সংগ্রহ করা। এটাই ছিল পয়লা বৈশাখ সম্বন্ধে আমার মোহ এবং হালখাতা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান। বাংলাদেশের প্রতিভাবান সাহিত্যিক, কবি ও সাংবাদিক সিকান্দার আবু জাফর তাঁর 'হালখাতা' গল্পে লিখেছেন ''হাড়কৃপণ সাধু ময়রা পর্যন্ত সেদিন দাম না নিয়ে দু-একটা কদমা অথবা দু-চারখানা গজা অম্লান বদনে খাইয়ে দিত। তখন এইটুকু সৌভাগ্যের জন্যেই পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা হয়নি''। তবে আজকাল হালখাতার উদযাপন অনেকটাই ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে। এখন বিভিন্ন অনলাইন কেনাকাটার কারণে হালখাতার সেই আগেকার দিনের জৌলুস কমে গিয়েছে। তবু এখনও অনেক দোকানে ক্রেতাদের জন্য সামান্য হলেও মিষ্টিমুখের আয়োজন ও অন্তত একটা বাংলা ক্যালেন্ডারের ব্যবস্থা চালু আছে।

হালখাতার সাথে সাথে আগে পাড়ায় পাড়ায় গান, নাচ, আবৃত্তি ও নাটক দিয়ে সাজিয়নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোতো। আজও সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারা অনেক জায়গাতে অব্যাহত রয়েছে। এখনও অনেক এলাকায় প্রভাত ফেরি বেরোয়।শুনতে পাওয়া যায় উদাও কণ্ঠস্বরে সেই গান 'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো, তাপসনিশ্বসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক ..'।

অনেক গ্রামাঞ্চলে চৈত্র মাসের শেষে মেলা বসত যা নববর্ষের দিন ইতি হোতো। মেলায় দোকান-পশারীর অভাব থাকে না- কাপড়, বাসন, মনিহারি দ্রব্য, মাটির পুতুল, মিষ্টি ও খাবারের দোকান। নাগরদোলায় চড়ে শিশুরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। পুতুলনাচ দেখে সবাই চমৎকৃত হয়ে হাততালি দেয়। এসব মেলা মৈত্রী-সম্প্রীতির এক উদার মিলনক্ষেত্র। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সবাই আসে মেলায়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিনোদনের টান। এখন শহরেও এই ধরনের মেলা বসে --- অনেকে যার পোশাকি নাম দিয়েছেন ''বৈশাখী মেলা''।

খাবার ছাড়া বাঙালির কোনো উৎসব কল্পনা করা অসম্ভব। প্রত্যেক ঘরেই নববর্ষের বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা হয়। মাংস, মাছ, মিষ্টি পরিবেশিত হয়। এই প্রসঙ্গে এক সময়ের অভিজাত ও খ্যাতিমান কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিবারের নববর্ষের ভোজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'পুণ্য 'পত্রিকার সম্পাদিকা, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর লেখা থেকে জানা যায় পয়লা বৈশাখের খাওয়াদাওয়া হোতো ঠাকুরবাড়ির দোতলার টানা বারান্দায়। টানা বারান্দায় মেঝেতে কার্পেটের আসন লম্বা করে বিছিয়ে তার সামনে কলাপাতা ঘিরে মাটির খুরিতে পরিবেশিত হোতো কাঁচা ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল, নারকেল চিংড়ি, মাছের পোলাও, আম দিয়ে শোল মাছ সহ নানা সুস্বাদু খাবার। একসময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল নতুন সব রন্ধন প্রণালীর আখড়া। কবিগুরু নিজে যেমন খেতে ভালবাসতেন তেমন রন্ধন প্রণালী উদ্ভাবনে ততটাই পারদর্শী ছিলেন। বর্তমানে অনেক হোটেল ও রেস্তোরাঁয় জায়গা করে নিয়েছে বাঙালি রান্না। তাই এই হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলো পয়লা বৈশাখে বিশেষ বাঙালি খাবার পরিবেশন করে। আর সেই খাবার খেতে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। বছরের পর বছর পয়লা বৈশাখ উৎসবরূপে পালিত হয়ে চলেছে। নববর্ষ এক প্রাণের উৎসব। প্রাণবন্ত এক মিলনমেলা। সেই মিলনমেলায় প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, সব ভেদ-বুদ্ধির আবরণ ভেঙে উষ্ণ সেই প্রাণের ছোঁয়া যে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-নির্বিশেষে সবাইকেই উদার আহ্বান জানায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৩০ সনের পয়লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে নববর্ষের অনুষ্ঠানে বলেছিলেন ''...নতুন যুগের বাণী এই যে,তোমার অবলোকের আবরণ খোলো, হে মানব,আপন উদার রূপ প্রকাশ কর'। নববর্ষ পুরনো জীর্ণ এক অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে সতেজ সজীব নবীন এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি''।

নববর্ষ বাঙালির এক অনন্য উৎসব

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

বাঙালীজাতির জন্য বাংলা নববর্ষ উদযাপন একটি ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত। এই দিনটি বাঙালী সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। নববর্ষের দিনটি পুরাতন বছরের বিদায়ের ঘন্টা এবং নতুন বছরের আগমনের বার্তা দেয়। এ দিনটিতে বিগত বৎসরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-নিরাশাকে বিলীন করে এবং অনিশ্চিত সম্ভাবনার আশাকে স্বাগত জানিয়ে শুরু হয় নতুন বছরের পথচলা। বাঙালী কৃষ্টির অংশ হিসাবে এই দিনকে উপলক্ষ করে হাটে-মাঠে-প্রান্তরে, গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে বর্ণিল আয়োজনে মুখরিত এক পরিবেশ ধারন করে। পহেলা বৈশাখ ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার সব মানুষের প্রাণের উৎসব। দিন দিন পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদযাপন একটি সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাংলা নববর্ষ কখন শুরু হয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট ইতিহাস নেই। বহুকাল পূর্বে নববর্ষ বা বাংলা বর্ষের প্রথম দিনটি পালিত হতো আর্তব উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। আর এই আর্তব উৎসবের সাথে কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতুনির্ভর এবং আর্তব উৎসবটিও ঋতুধর্মী উৎসব। ১৬শতকের দিকে বাংলার ক্ষমতাশালী মুগল সম্রাট 'আকবর'- বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে

বাংলার কৃষকরা চৈত্রমাসের শেষদিন পর্যন্ত তালুকদার, জমিদার এবং অন্যান্য ভূ-স্বামীদের খাজনা পরিশোধ করতেন। এবং পরদিন নববর্ষে ভূস্বামীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মেলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। ক্রমান্বয়ে এই দিনটি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সাথে জড়িয়ে আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে আকবর হলেন বাংলা সালের প্রবর্তক। মূলত কৃষিকাজের সুবিধার্থেই মুগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন চালু করেন। বাংলা নববর্ষ উদযাপন এদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য। পহেলা বৈশাখ উৎসবের মধ্য দিয়ে এ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে দেশের মানুষ।পহেলা বৈশাখের উৎসব শুরুতে ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের মেলা, খেলা ও নাচ-গান ছিল প্রধান আকর্ষণ। দিন দিন তা শহর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বৈশাখের সংস্কৃতি আমাদের জীবন-সাহিত্য ও বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় গণমুখী উৎসব। বাঙালির ঐতিহ্যের শিকড়ে প্রোথিত বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব অপরিসীম মহিমায় উজ্জ্বল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষই দেশের সর্বজনীন বড় উৎসব।সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানকে আখ্যায়িত করতে পারি, পৃথিবীর এক বিরল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেক্যুলার উৎসব হিসেবে। বাংলার কত রূপ যে আছে, যে রূপের তালাশ করে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল, জীবনানন্দ। সেই রূপের সকল আধার যেন হাজির হয় বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখের উৎসবে। ''বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর''। জীবনানন্দ দাশের অমোঘ এই উচ্চারণের সত্যতা কেবল বাংলার প্রকৃতিতে মেলে না, তার উৎসব-পার্বণেও হাজির হয়।একটা উৎসব কীভাবে সর্বজনীন হয়ে উঠে।কীভাবে তার প্রসার ও পসার ঘটতে পারে, তার নজির রয়েছে বাঙ্গালির পহেলা বৈশাখের উৎসবে। পৃথিবীতে একটা উৎসবের এরকম ব্যাপকতা বিস্তার গ্রহণযোগ্যতা ও মান্যতা বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই।

হালখাতার নিমকি, গজা আর বাংলা ক্যালেন্ডার কি হারিয়ে যাচ্ছে? কী বলছে তরুণ প্রজন্ম?

লম্বা গজা, লাড্ডু, দানাদার, চিনির রসে ডোবানো খাজা, তিনকোণা নিমকি হালখাতার বাক্স খুললেই মন খুশিতে ভরে ওঠে। মিষ্টি নয়, যেন একবাক্স আবেগ নিয়ে বাড়ি ফেরা। বাঙালির সঙ্গে বাংলা ভাষার যেমন সম্পর্ক, পয়লা বৈশাখের সঙ্গেও হালখাতার তেমনই নাড়ির টান। বৈশাখের প্রথম দিনে বাঙালি বাড়িতে হালখাতার প্যাকেট আসবে না, একটা সময় সেটা ভাবাই যেত না।

পয়লা বৈশাখের কয়েক দিন আগে থেকেই হালখাতার প্যাকেটে সম্ভাব্য কোন খাবারগুলি থাকতে পারে, সেটা নিয়ে কল্পনার জাল বোনা চলত মনে মনে। নববর্ষ যত এগিয়ে আসত, মনে মনে উত্তেজনার পারদ তত চড়ত। যত ক্ষণ না নিজের হাতে হালখাতার বাক্স খোলার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসছে, তত ক্ষণ উত্তেজনা জারি থাকত। আকবরের আমলের কর আদায়ের একটি ক্যালেন্ডারেই পয়লা বৈশাখ নিয়ে জাঁকজমক শুরু। বাঙালির নতুন বছর সেই তারিখপঞ্জিরই উদ্যাপন। হালখাতার সঙ্গেও তেমনই এক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। হালখাতা ফারসি শব্দ। ফারসিতে হাল মানে নতুন। পয়লা বৈশাখের দিন ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে নতুন খাতা খোলার সময়। সময়ের বিবর্তনে এই রীতির সঙ্গে জুড়েছে মিষ্টিমুখ। বাঙালির যে কোনও শুভ কাজ এমনিতেই মিষ্টিমুখ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। ইতিহাস যা-ই বলুক, হালখাতা মানেই রকমারি মিষ্টিভরা বাক্স আর সঙ্গে বিচিত্র সব ছবি দিয়ে সজ্জিত বাংলা ক্যালেন্ডার। সময় বদলেছে। প্রজন্ম পাল্টেছে। ক্রমশ ডিজিটাল হচ্ছে সব কিছু। বাঙালি বাড়ির দেওয়ালে এখন আর বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলতে দেখা যায় না। পয়লা বৈশাখের উদ্যাপন রমরমিয়ে চললেও এই দিনটির সঙ্গে যে সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যল জড়িয়ে আছে, সেটাও অনেকটাই বিস্মৃত। তেমন ভাবেই হালখাতার প্রথাও কি ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মের মন থেকে মুছে যাচ্ছে? হালখাতার গিয়েছে যে দিন, তা কি একেবারেই গিয়েছে?

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যাণলয়ের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাজর্ষি ধারা বলেন, 'ছোটবেলায় বাবা-মায়ের সঙ্গে দোকানে হালখাতা করতে যেতাম। বেশ কয়েক বছর হল আর যাওয়া হয় না। তবে হালখাতায় এখন কলেজ স্ট্রিটে যাই। বইপাড়ার হালখাতা বেশ অন্যা রকম। মজা হয়। সদ্যপ কলেজে পা রেখেছেন অন্তর্জিতা পাল।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মফস্সলের মেয়ে। পড়াশোনার সূত্রে শহরে থাকেন। হালখাতার উত্তেজনা তাঁর মনে কিন্তু এখনও অটুট। অন্তর্জিতার কথায়, ''হাওড়া সংলগ্ন জায়গায় আমার বাড়ি। আমাদের ওখানে এখনও হালখাতা হয়। বাড়িতে মিষ্টির প্যা কেট আসে। সঙ্গে থাকে বাংলা ক্যা লেন্ডার। তবে শহরে হালখাতার চল খুব একটা চোখে পড়ে না। আমার কলকাতা নিবাসী বন্ধুদের মধ্যেত হালখাতা নিয়ে কোনও উত্তেজনা দেখি না।''

মফস্সলের দোকানগুলিতে পয়লা বৈশাখের দিন তিলধারণের জায়গা থাকে না। দোকান মালিকেরা পুরনো এবং নতুন ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে নতুন বছর শুরু করেন। তবে শহরের ঝাঁ-চকচকে শপিং মল আর অভিজাত দোকানে অবশ্যয় এমন ছবি বিরল। বাঙালির আবেগ উদ্যাপনে যে মফস্সল এগিয়ে আছে, সে বিষয়ে একমত টলিপাড়ার নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী অঙ্গনা রায়। তিনি বলেন, ''আসানসোলে আমার মামারবাড়ি। হালখাতার সব স্মৃতি সেখানকার। বয়স যখন আরও একটু কম ছিল, পয়লা বৈশাখের আগে মামাবাড়ি চলে যেতাম। হালখাতার দিন দাদু দু'ব্যা গ ভর্তি মিষ্টি, ক্যা লেন্ডার, পেন নিয়ে আসতেন। খুব আনন্দ হত। কিন্তু এখন সেই উত্তেজনা আর নেই। দাদু আমাদের সঙ্গেই থাকেন। আসানসোলে যাওয়া হয় না। কলকাতাতে সে ভাবে হালখাতার চল নেই। মিসকরি ভীষণ।'

টলিউডের আরও এক তরুণ অভিনেতা ঋতব্রত মুখোপাধ্যাতয়। তিনি নাকি এখনও প্রতি বছর হালখাতার নিমন্ত্রণ পান পাড়ার দোকানে। ঋতব্রতর কথায়, ''হালখাতার মিষ্টি আর কোল্ড ড্রিঙ্কসের আলাদা স্বাদ আছে। তবে আমাদের পাড়ায় আবার হালখাতায় ফুচকা খাওয়ানো হয়। টকজলে মেশানো হয় গন্ধরাজ লেবুর রস। সারা পাড়ায় সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে পয়লা বৈশাখের সন্ধ্যায়। তখন আর নিজেকে ঘরে আটকে রাখা যায় না।''

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব উদযাপনে প্রস্তুত রমনা বটমূল

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। রবিবার পহেলা বৈশাখ। বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব। আর এ উৎসব উদযাপনে বরাবরের মতো এবারও সেজেছে ঢাকার রমনার বটমূল। বৈশাখী উৎসবকে বর্ণিল করে তুলতে আয়োজকরা সেরে নিচ্ছেন শেষদিকের প্রস্তুতি। শনিবার চৈত্র সংক্রান্তি বা চৈত্র মাসের শেষ দিন। তাই পহেলা বৈশাখের প্রথম দিনের উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক অংশ রমনা বটমূলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল থেকেই রমনা বটমূলে বৈশাখী ও দেশাত্মবোধক গান দিয়ে মঞ্চে প্রস্তুতি শুরু করেন ছায়ানটের শিল্পীরা। তাদের সঙ্গে অন্য শিল্পীরাও আয়োজনে অংশ নেন। দুপুর পৌনে ২টা পর্যন্ত চলে তাদের এই প্রস্তুতি।

এদিকে, দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আসুন, নতুন বছরে অতীতের সকল ব্যর্থতা-দুঃখ-গ্লানি পেছনে ফেলে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করি। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তায় (ভিডিও) দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্ষপরিক্রমায় আবারও আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে নতুন বছর। আপনারা যারা দেশে-বিদেশে অবস্থান করছেন, বাংলাদেশের সকল ভাইবোনকে জানাই বঙ্গাব্দ ১৪৩১-এর শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ। কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় উচ্চারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরাতন গত হোক! যবনিকা করি উন্মোচন, তুমি এসো হে নবীন! হে বৈশাখ! নববর্ষ! পহেলা বৈশাখ-১৪৩১ উদযাপন ঘিরে রমনার বটমূলসহ সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, রবীন্দ্র সরোবর ও মূল অনুষ্ঠানস্থল রমনার বটমূলকে ঘিরে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েনের পাশাপাশি সিসিটিভির আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ওয়াচ টাওয়ার, ড্রোনের মাধ্যমে আশে-পাশের এলাকায় নজরদারি করা হচ্ছে। পুরো এলাকা এসবির ইক্যুইপমেন্ট ও ডিএমপির ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে সুইপিং করা হচ্ছে। বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট স্ট্যান্ডবাই রয়েছে, তারা মহড়া করেছে। কেউ গুজব ছড়িয়ে যাতে কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে, সেজন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও চলছে কঠোর নজরদারি। মঙ্গল শোভাযাত্রা ঘিরে রয়েছে র‍্যাব ও পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা।

রবিবার রাজধানী ঢাকার রমনায় পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার হাবিবুর রহমান। বাংলা নববর্ষের দিন দেশে জঙ্গি হামলার হওয়ার আশঙ্কা নেই জানিয়ে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন বলেন, এবার যেকোনো ধরনের নাশকতা ও হামলা মোকাবিলায় র‍্যাবের স্পেশাল কমান্ডো টিম সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়া সাদা পোশাকে টহল ও নজরদারির মাধ্যমে নাশকতামূলক যে কোনো কার্যক্রমসহ প্রতিরোধ করা হবে। সবাই যেন উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদযাপন করতে পারেন সে জন্য র‍্যাবসহ সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রাজধানীসহ সারাদেশে সর্বদা সজাগ রয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেছেন, পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ। এ কারণে বার বার এ আয়োজনে আঘাত হানা হয়েছে, জঙ্গি হামলা হয়েছে। তাই সবকিছু মাথায় রেখেই পুলিশের নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো হামলার শঙ্কা নেই। পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে দিনটি সারা বাংলাদেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হবে।

"কেন বিজেপি জিতল, ওরা এখানে কী করেছে" সভায় প্রশ্ন মমতার

জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল, (হি.স.): "বিধানসভায় গৌতম দেবকে টিকিট দিয়েছিলাম। ওঁর সভায় উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল। কিন্তু ও জিতল না। এটা আমার দুঃখ। কেন বিজেপি জিতল? ওরা এখানে কী করেছে? যদি কিছু দিয়ে থাকে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কাজ আমরা করেছি।"

গত বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের হার নিয়ে শনিবার এভাবেই আক্ষেপ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ির সভা থেকে তিনি বলেন, "গত ১৩-১৪ দিন ধরে আমি উত্তরবঙ্গেই আছি। এখানেই থাকব এখন। এরপরে কালী পুজো দিতে কলকাতায় যাব। আবার ফিরে আসব। বীরপাড়া, ময়নাগুড়িতে সভা করে শিলিগুড়িতে আসব। মিছিল করব। ১৭ তারিখ পর্যন্ত আপাতত আছি। সে দিন অসমে যাব। সেখানে ৪ আসনে লড়ছি। ১৮ তারিখ উত্তরবঙ্গে। সম্ভবত দুই দিনাজপুর। তার পরে মালদা।""

আর মাত্র ছ''দিন । ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে লোকসভা ভোট। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই তিন কেন্দ্রের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করছেন। শনিবার তিনি শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার জাবরাভিটায় জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে জনসভায় আসেন ।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে এই জনসভা যথেষ্ট তাৎপর্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিল তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। একই ফল হয়েছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনেও। ডাবগ্রাম ২ অঞ্চল হাতাছাড়া হয় তৃণমূলের। আর তাই ওই বিধানসভা এলাকায় ঘাটতি পূরণে মাঠে নেমেছেন স্বয়ং তৃণমূলনেত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন চালসা থেকে সড়কপথে সরাসরি জনসভা মঞ্চে পৌঁছান। এখান থেকে এদিনই কলকাতা ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নববর্ষকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ততা কলেজ স্ট্রিটে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : "আমাদের সময় এই দিনটি ছিল অন্যরকম আনন্দের দিন। তখন গরম থাকলেও এত ভয় ছিল না। এখন তো শুধুই হিট স্ট্রোকের ভয়। আমরা মাথায় রুমাল জড়িয়ে কলেজ স্ট্রিটে যেতাম। কেউ ছাতা ব্যবহার করত না। সেই যাওয়ার মধ্যেই ছিল প্রবল আনন্দ।"

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনের স্মৃতি এভাবেই রোমন্থন করেছেন প্রবীন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "পয়লা বৈশাখ এখন শুধুই স্মৃতি। কারণ কলেজ স্ট্রিটে আগের মতো পয়লা বৈশাখ পালন হয় না। এখন বিভিন্ন জায়গায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।"

শনিবার রাত পোহালেই ১ বৈশাখ। বইপাড়ার ব্যবসায়ী-প্রকাশকরা এই মুহূর্তে দারুণ ব্যস্ত বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে। অনেকে ই-আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন শুভানুধ্যায়ীদের কাছে। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি তথা 'পত্রভারতী'-র কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, 'পত্রভারতী'র শুরু ১৯৮৩ সালে। গত ২০ বছর ধরে আমরা নববর্ষের আড্ডার আয়োজন করছি। আমাদে গোষ্ঠীর মোট প্রকাশনা (টাইটেল) ১১০০-র বেশি।"

লেখিকা-প্রকাশক রূপা মজুমদারের মতে, "বর্ষবরণের এই দিন উদযাপন বাঙালির কাছে তাৎপর্যমণ্ডিত বিশেষত দুটি কারণে। এক, এটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ একটি উৎসব; দুই, এই দিনটিতে জড়িয়ে আছে বাঙালির ব্যবসা। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই বিশেষ দিনটি থেকেই গণেশ পুজো করে কালী-মায়ের থানে হিসেবের খাতা স্পর্শ করিয়ে বছরের ব্যবসার শুভারম্ভ করে। ব্যবসার মধ্যে বাঙালির কাছে এককালে বই ব্যবসা বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকত। তাই পয়লা বৈশাখের দিনে বইকে কেন্দ্র করে বইপাড়ায় প্রকাশকের ঘর লেখক-পাঠকের সমাগমে এবং আড্ডায় থাকত মুখর হয়ে। এখনও থাকে।"

বিভিন্ন বছর পত্রভারতীর নববর্ষের আড্ডায় এসেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এ-ছাড়াও আসেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা। মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিদিববাবুর কথায়, "সবাই মিলে খুব আনন্দ করি। এবারেও আমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার।"

কিন্তু পাঠাভ্যাস কমে যাওয়ায় কি চিন্তা হচ্ছে? পরিবর্ত কোনও ভাবনা? ত্রিদিববাবুর জবাব, "আমরা মনে করি না, বই পড়া কমে যাচ্ছে, অন্তত আমাদের প্রকাশনায় তার কোনও প্রভাব পড়েনি।"

দে'জ পাবলিশিং হাউসে সাতের দশকের মাঝামাঝি শুরু হয় নববর্ষের আড্ডা। এবারও আয়োজিত হবে। সংস্থার পুরোধা তথা গিল্ডের কর্তা সুধাংশুশেখর দে জানিয়েছেন, "একটা সময় আমাদের নববর্ষের আড্ডায় বসত চাঁদের হাট। সবাই খুব মজা করতেন। আসতেন সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, রমাপদ চৌধুরি, বিমল কর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, নিমাই ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল রায়, বরুণ সেনগুপ্ত, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, পূর্ণেন্দু পত্রী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, নবনীতা দেবসেন, বাণী বসু, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।" সমাবেশকে সফল করতে কোমড় বেঁধে লেগেছে দে'জ-এর হবু মালিক শুভঙ্কর (অপু)।

রূপা মজুমদারও নববর্ষে অনেককে আমন্ত্রণ জানান ঝামাপুকুরে দেব সাহিত্য কুটিরে তাঁর অফিসঘরে। লেখক-সমাবেশে বসেন। তিনি জানিয়েছেন, "সত্যি বলতে কি, পুজো পার্বণ ব্যতীত বাংলার সন তারিখ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আর কোনো প্রভাব ফেলে না। ব্যতিক্রম শুধু বর্ষবরণের দিনটি। বঙ্গাব্দের এই প্রথম দিনটি আমরা যথাসাধ্য বাঙালিয়ানা দিয়েই পালন করি।"

"বিজেপি-কংগ্রেস রাতের অন্ধকারে বসে বসে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে" অভিযোগ মমতার

জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল, (হি.স.): এবার বিজেপি-কংগ্রেসকে একই বন্ধনীতে রেখে তাদের তুমুল আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ির সভা থেকে সরাসরি আইএনডিআই জোটের শরিক কংগ্রেসকে নিশানা করে ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনলেন তৃণমূলনেত্রী। পরিষ্কার বললেন, "বিজেপি-কংগ্রেস এরা রাতের অন্ধকারে বসে বসে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে। এটা নতুন নয়, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটিতে তো দেখেছেন।"

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করতেই জন্ম হয়েছিল আইএনডিআই জোটের। যার অন্যতম হোতা ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে যেমন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ঠিক তেমনই যোগ দিয়েছিল কংগ্রেস এবং বাম দলগুলি।

রাহুল গান্ধীর দ্বিতীয় ভারত জোড়ো যাত্রার পশ্চিমবঙ্গে আসা নিয়েও জোট শরিক হিসাবে কোনও সহযোগিতা দেখায়নি তৃণমূল। বারবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, বঙ্গে কোনও জোট হচ্ছে না। এখানে একাই ভোট লড়বে তৃণমূল।

শনিবার জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ির সভামঞ্চ থেকে সরাসরি কংগ্রেস-বিজেপির বিরুদ্ধে গোপন সমঝোতার বিতর্ক উস্কে দিলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, "আজ বাংলার চৈত্র সংক্রান্তি। বিজেপি-র সংক্রান্তি হবে বাংলা থেকেই। বিজেপি-কংগ্রেস এরা রাতের অন্ধকারে বসে বসে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে। "

উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে অভিনেতা সোহম

পুরাতন মালদা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে রোড শো করলেন চন্ডিপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। শনিবার দুপুরে পুরাতন মালদা শহরে বুলবুলি মোড় থেকে রোড শো শুরু হয়। এদিন শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে ভোট প্রচার করেন টলিউড অভিনেতা। এদিন সোহমের রোড শো ঘিরে এদিন ব্যাপক উৎসাহ ছিল। প্রায় এক হাজার কর্মী সমর্থক রোড শো-তে অংশগ্রহণ করেন। অভিনেতাকে দেখতে শহরে অলিগলিতে ভিড় উপচে পড়ে।

৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা শিরোমণি অকালি দলের

চণ্ডিগড়, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : শিরোমনি অকালি দল পঞ্জাবের ১৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৭টির জন্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এই দলের মুখপাত্র এবং প্রাক্তন মন্ত্রী দলজিৎ সিং চিমা শনিবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে এই তথ্য জানিয়েছেন। দলের কোর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ জন প্রার্থীর নামের প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই তালিকা অনুযায়ী গুরুদাসপুর লোকসভা আসন থেকে ডাঃ দলজিৎ সিং চিমা, আনন্দপুর সাহিব থেকে অধ্যাপক ড. প্রেম সিং চান্দুমাজরা, পাতিয়ালা লোকসভা কেন্দ্র থেকে এন কে শর্মা, অনিল যোশি অমৃতসর সাহিব আসন থেকে, বিক্রম সিং খালসা ফতেহগড় সাহিব লোকসভা কেন্দ্র থেকে, রাজবিন্দর সিং ফরিদকোট লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবং ইকবাল সিং জুন্দা সাংরুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন। শিরোমণি অকালি দলের মুখপাত্র জানিয়েছেন, রাজ্যের অন্য ৬টি আসনের প্রার্থীও শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

ময়ূরের জন্য কাঁদছে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া, ৬ বছরের শিশুকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত

রেওয়া, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): বছর ৬-এর শিশু ময়ূরকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হল না, ছোট্ট শিশুকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা এখনও চলছে। শুক্রবার বিকেলে খোলামুখ বোরওয়েলে পড়ে যায় ৬ বছরের শিশু ময়ূর। রেওয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিল সোনকার বলেছেন, 'শিশুটির নাম ময়ূর। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষিজমিতে খেলা করছিল, সেই সময় বোরওয়েলে পড়ে যায় সে। অন্যরা তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল এবং যখন তাঁরা পারেনি, তখনই ময়ূরের বাবা-মাকে জানায়, তাঁরা পুলিশ ও প্রশাসনকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্টেশন ইনচার্জ ও এসডিএম।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিল সোনকার আরও জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকেলে সাড়ে ৩টে নাগাদ। সকল ঊর্ধতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন এবং উদ্ধার কাজ চলছে। দু""টি জেসিবি, ক্যামেরাম্যানের একটি টিম এবং একটি এসডিআরএফ টিম উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।' শনিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ তদারকি করেন মধ্যপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র শুক্লা। তিনি বলেছেন, 'আমরা আশা করছি, শিশুটিকে সফলভাবে উদ্ধার করতে পারব। এনডিআরএফ দল অর্ধেক পথে পৌঁছেছে... তারা নিজেদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। প্রশাসন এই উদ্ধার অভিযানের উপর নজর রাখছে... এনডিআরএফ টিম যা বলেছে, তাতে ২ থেকে ৪টা ঘন্টা আরও সময় লাগবে।' এই ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবও।

১৫ এপ্রিল কেজরিওয়ালের আর্জি শুনবে সুপ্রিম কোর্ট, দুই বিচারপতির বেঞ্চে হবে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে ধৃত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদন আগামী সোমবার (১৫ এপ্রিল) শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মামলার শুনানি হতে পারে। উল্লেখ্য, ইডির গ্রেফতারি বেআইনি, এমন দাবি করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন কেজরিওয়াল। কিন্তু দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, ইডির গ্রেফতারি বেআইনি নয়। উচ্চ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আম আদমি পার্টির (এএপি) প্রধান কেজরিওয়াল।

দিল্লির আবগারি মামলায় গত ২১ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এর পরেই তাঁর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন এএপি প্রধান। গত মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে রায়দানের সময় দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, কেজরির গ্রেফতারি বেআইনি ভাবে হয়নি। ইডি আদালতে জানিয়েছে, কেজরির বিরুদ্ধে তাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আবগারি মামলার 'মূলচক্রী' হিসাবেও দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর পাশাপাশি, তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশের পরই শীর্ষ আদালতে আবেদন কেজরিওয়াল। গত বুধবার তাঁর পক্ষের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি কেজরির মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয়। সোমবারই সেই মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে।

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী না হলে রাম মন্দির তৈরি হতো না : রাজ ঠাকরে

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী না হলে রাম মন্দির তৈরি হতো না, এই মন্তব্য করেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার অধ্যক্ষ রাজ ঠাকরে। তিনি শনিবার লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পরে, রাজ ঠাকরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

তিনি এদিন আরও বলেন, অনেক বিবেচনা করে তিনি মোদীকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করার জন্য সমর্থন করছেন। তাই এমএনএস কর্মীদের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করা উচিত। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনাও তিনি করেছিলেন তবে তিনি যখন দেশের স্বার্থে ভাল কাজ করেছেন তখন তাঁর প্রশংসাও করেছিলাম। সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিলেও মোদী প্রধানমন্ত্রী না হলে এতদিন মন্দির নির্মাণ সম্ভব হতো না। ১৯৯২ সাল থেকে অনেকে রাম মন্দিরের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ৩৭০ ধারা অপসারণের মতো প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অনেক কাজ করেছেন। রাজ ঠাকরে আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর উচিত মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া, মারাঠি ভাষাকে সম্মানজনক স্থান দেওয়া এবং রাজ্যের দুর্গগুলি সংরক্ষণ করা।

উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ যোগী আদিত্যনাথের

দেহরাদূন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি শনিবার নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশে উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানি একটি জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, কংগ্রেস দেশের সমস্যার নাম যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সমস্যা সমাধানে বিশ্বাস করে। দেশে সন্ত্রাস, নকশালবাদ, জাতপাত, দুর্নীতি ইত্যাদি সব সমস্যাই কংগ্রেসের দেওয়া দান। তিনি আরও বলেন, আজ অযোধ্যায় বিশাল রাম মন্দির নির্মাণ সফল হয়েছে, মনে হচ্ছে অযোধ্যায় ত্রেতাযুগ এসেছে।

শনিবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হলদওয়ানির এমবি ইন্টার কলেজে নৈনিতাল-উধম সিং নগর লোকসভা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী অজয় ভাটের সমর্থনে আয়োজিত বিজয় সংকল্প সমাবেশে ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী এদিন আরও বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সমস্যা নয় সমাধানে বিশ্বাস করে। জামরানি ড্যাম সহ উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড উভয় রাজ্যের সমস্যা এক ঝটিকায় সমাধান হয়েছে ধামীজির সঙ্গে বসে। তিনি বলেন, দেশের সমস্যার নাম কংগ্রেস। এই দল সারাজীবন সমস্যা দিয়েছে, তা হল সন্ত্রাসবাদ, নকশালবাদ, জাতপাত, দুর্নীতি, বিচ্ছিন্নতা। তিনি আরও বলেন যে পরিবর্তনশীল ভারত বিশ্ব মঞ্চে ১৪০ কোটি দেশবাসীকে সম্মানিত করছে।

এক লহমায় হিন্দুস্তান থেকে দারিদ্র দূর করবে কংগ্রেস : রাহুল গান্ধী

বস্তার, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): এক লহমায় হিন্দুস্তান থেকে দারিদ্র দূর করবে কংগ্রেস। বড়সড় দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে এক নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমরা আপনাদের জীবন বদলাতে চাই, আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই। নরেন্দ্র মোদী যদি কোটিপতিদের টাকা দিতে পারেন, কংগ্রেস সেই টাকা গরিবদের দিতে পারে। আর তাই আমরা একটি নতুন নীতি নিয়ে আসছি, ''মহালক্ষ্মী'', যা বাস্তবায়ন করা হবে। আমরা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরপরই... দারিদ্র্য সীমার নীচে (বিপিএল) থাকা, আমরা প্রতিটি পরিবারে একজন মহিলাকে নির্বাচন করব এবং আমাদের সরকার মহিলাদের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৮,৫০০ টাকা দেবে এবং এক বছরে আমরা মহিলাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা দেব। এক লহমায় হিন্দুস্তান থেকে দারিদ্র দূর করবে কংগ্রেস।

রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, 'আপনারা এটা জানলে অবাক হবেন, দেশের ৭০ কোটি মানুষের মতো, দেশের ২২ জনের কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সারা দিন সেই ২২ জনকে সাহায্য করেন। বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়ছে, প্রতিটি রাজ্যে লোকজন আপনাদের বলবে যে প্রধান বিষয়গুলি হল বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি। আপনারা কী কখনও দেখেছেন বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কথা বলছে মিডিয়া, মোদী কখন বিমানে উঠছেন, সমুদ্রের গভীরে যাচ্ছেন, মন্দিরে প্রার্থনা করছেন, তাই দেখাবে মিডিয়া।

বালুরঘাটে বাঁশের সাঁকো পেরোতে গিয়ে নদীতে পড়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায় বান্ধবীর সঙ্গে বাঁশের সাঁকো পেরোতে গিয়ে বিপত্তি।পা হড়কে সটান নদীতে পড়লেন দুজনেই।যুবতীকে কোনরকমে বাঁচানো গেলেও, শেষ রক্ষা হল না যুবকের দীর্ঘ ১৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল যুবকের নিথর দেহ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম তন্ময় ঘোষ(২৬)। বাড়ি বালুরঘাট থানার রঘুনাথপুর ট্যাঙ্ক মোড় এলাকায়। সে পেশায় ল্যাব কর্মী। যুবতির বাড়ি শহরের এ কে গোপালন কলোনিতে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায় আত্রেয়ী নদীর উপরে থাকা বাসের সাঁকো দিয়ে কালিকাপুরে দিকে হেঁটে যাচ্ছিল ওই যুবক যুবতী। হেঁটে যাওয়ার সময় পা হড়কে দুজনেই নদীতে পরে যায়।

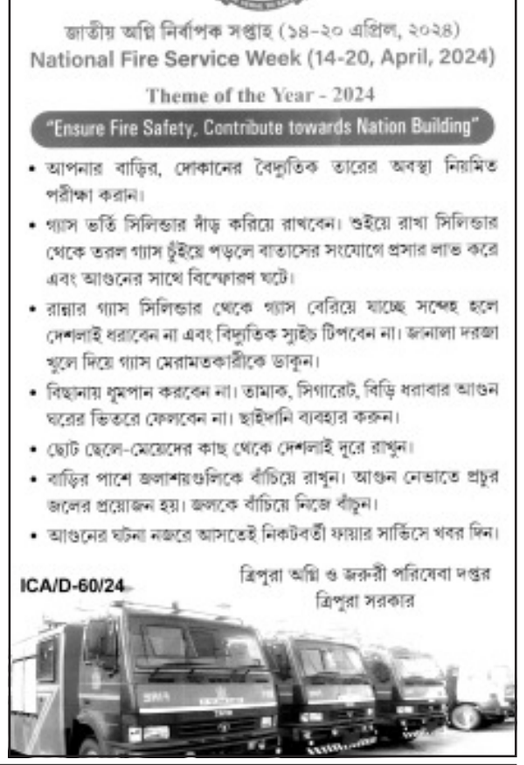

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যোগাসন নিয়ম করে করলে শুধু ওজন কমবে না, শরীরও ঠান্ডা থাকবে

দরজায় কড়া নাড়ছে বৈশাখ। আর তাপমাত্রার পারদ চড়ছে ক্রমশ। হাওয়া অফিস বলছে, গরম আরও বাড়বে। প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করছেন চিকিৎসকেরা। গুমোট গরমে অস্বস্তি আরও বাড়ছে। অত্যধিক ঘামের কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে শরীর। গরমে স্বস্তি পেতে অনেকেই ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছেন ডাবের জল, ফলের রস কিংবা ফ্রিজের জলে। তবে এগুলি আবার ওজন বাড়িয়ে দিতেও পারে। ওজন ঝরাতে ভরসা যোগাসন। তবে শুধু রোগা হতে নয়, এই তীব্র গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন কিছু যোগাসনের উপর।

তাড়াসন- এই আসনটি করতে প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ান। দু'পায়ের পাতার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রাখুন। হাতদু'টি উপরে তুলে কাঁধের সমান সমান নিয়ে যান। হাতের তালু রাখুন বাইরের দিকে। এবার শ্বাস নিতে নিতে মাথার উপর হাতদু'টি নিয়ে যান। একটি হাতের তালুর উপর অন্যটি রাখুন। পায়ের পাতার উপর শরীরের ভারসাম্য রেখে পায়ের গোড়ালি মাটি থেকে উপরে তুলুন। এই অবস্থায় ৩ থেকে ১০ বার শ্বাস নিন। এবার গোড়ালি মাটি স্পর্শ করান। শ্বাস ছেড়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। রোজ নিয়ম করে এই আসনটি করুন। শরীর ঠান্ডা থাকবে।

শবাসন- সবচেয়ে সোজা আসন মনে হলেও শবাসন করতে দরকার মানসিক স্থিরতার। চিৎহয়েশুয়েপাদু'টি লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। দু'টি হাত শরীরের দু'পাশে রাখুন। হাতের তালু দু'টি শিথিল করুন। চোখ বন্ধ করুন। বেশ কিছু ক্ষণ এ ভাবে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে বসুন। এতে মন, মাথা এবং শরীর শান্ত থাকবে।

বালাসন- এই আসনটি করতে প্রথমে মাদুরের উপর হাঁটু মুড়ে বসুন। এবার শ্বাস নিয়ে হাত দু'টি মাথার উপর রাখুন। শ্বাস ছেড়ে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে বেঁকান। মাটিতে কপাল ঠেকান। নিতম্ব রাখুন গোড়ালির উপরে। এই ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ থাকুন। তবে খেয়াল রাখুন পিঠ যাতে না বেঁকে যায়।

ওজন বাড়লে হার মানতে পারে হাড়ও

বয়স বাড়লে হাড়ের নানা রোগ চেনা ছবি। কোমর-হাঁটুর ব্যথা, সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট, অস্থিসন্ধিগুলির আগের মতো দৌড়ঝাঁপের ধকল নিতে না পারা এমন হরেক অসুবিধেয় জর্জরিত হন অধিকাংশ প্রবীণ- প্রবীণাই। সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ক্ষয়ের পরিমাণও বাড়ে, তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

ফলে একটুতেই কনকনে ব্যথা, ফোলা ভাব, অসুখের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু এই সব সমস্যা যে শুধু বেশি বয়সেই দেখা যায়, তেমন ভাবা ঠিক নয়। কম বয়সেও হাড়ের অসুখ, অস্থিসন্ধির সমস্যা দেখা দিতে পারে। তিরিশ-চল্লিশের কোঠায় যাঁদের বয়স, বা আরও কম, তাঁরাও ঠিক একই ভাবে পা-কোমরের সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। অল্পবয়সিদের মধ্যে হাড়ের অসুখের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওজন। যাঁদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ওজন, হাড়ের সমস্যার ধরন ও মাত্রাও তাঁদের সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি হয়। অস্টিয়োপোরোসিস-অস্থিবিশেষজ্ঞ ডা. সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বললেন, "অল্প বয়সে ওজন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে, যদি বিএমআই ৩০-এর বেশি হয়ে যায়, তবে অস্টিয়োপোরোসিসের মতো

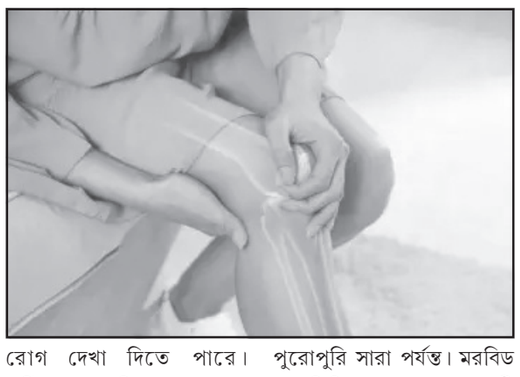

রোগ দেখা দিতে পারে। অস্টিয়োপোরোসিস সাধারণত ৪৫ বছরের উর্ধ্বে মহিলাদের এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্বে পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ওবেসিটি থাকলে অনেক কম বয়সেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। অস্টিয়োপোরোসিস এক ধরনের হাড়ের রোগ, যার ফলে হাড়গুলির শরীরের ভার বহনের ক্ষমতা কমে যায়। হাড় নরম হয়ে যায় এবং ভিতরের অংশটি ফাঁপা হয়ে যায়। ফলে অল্প আঘাতেই চিড় ধরার সম্ভাবনা দেখা দেয়, মূলত ফিমার নেক এবং শিন বোনের ধারেকাছে। আঘাত নিরাময়ের রাস্তাটিও জটিল হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উপায়ে হাড় জোড়া লাগলেও চিকিৎসকদের বিশেষ ইমপ্ল্যান্টের সাহায্য নিতে হতে পারে। তা ছাড়া পায়ে ওজন তোলার প্রক্রিয়াটিও পিছিয়ে যায় চিড়ের জায়গাটি পুরোপুরি সারা পর্যন্ত। মরবিড ওবেসিটি রয়েছে এমন রোগী চিকিৎসকের কাছে এলে তাঁর হাড় জোড়ার ক্ষেত্রে একাধিক সার্জারি করতে হয়েছে এমন উদাহরণও প্রচুর।

অস্টিয়োআর্থাইটিস-আমাদের শরীরে যে সমস্ত ভার বহনকারী অস্থিসন্ধি (ওয়েট বেয়ারিং জয়েন্টস) থাকে, যেমন হিপ জয়েন্ট, হাঁটু, অ্যাঙ্কল, পায়ের পাতা, তাতে খুব দ্রুত অস্টিয়োআর্থাইটিস ধরে যায় যদি ওজন নিয়ন্ত্রণে না থাকে। কারণ, বাড়তি ওজনের কারণে হাড়ের উপরে থাকা পাতলা কার্টিলেজগুলিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ফলে, সেগুলি সময়ের অনেক আগেই দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঠিক এই কারণে তিরিশ-চল্লিশ বছর বয়সিদের মধ্যে এক বড় অংশ ইদানীং অস্টিয়োআর্থাইটিসের সমস্যা, হাড়ে ব্যথার মতো উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে ভিড় জমাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে আবার মহিলাদের সংখ্যা তুলনায় বেশি।

চক্র- ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লাইফস্টাইল ডিজিজও জন্ম নেয়। যেমন ডায়াবিটিস, ব্লাডপ্রেশার, থাইরয়েড ইত্যাদি। এই অসুখগুলোর কারণেও আবার হাড়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, বাড়তি ওজন লাইফস্টাইল ডিজিজ হাড়ের অসুখ এই পুরো ব্যাপারটাই চক্রের মতো। এক বার প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ আরোগ্যর সম্ভাবনা প্রায় নেই। সুতরাং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। এক বার ওজন বেড়ে যাওয়ার পর তা নিয়ন্ত্রণের চেয়ে ছোট থেকেই ফিট থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বাস্তব যে, অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা এখন ছোটদের মধ্যে ভীষণ ভাবে বাড়ছে। সুতরাং, খাওয়াদাওয়ায় সংযম, বাইরের তেল-মশলাদার খাবার যতটা সম্ভব কম খাওয়া এবং অবশ্যই পড়াশোনার সঙ্গে নিয়মিত যোগব্যায়াম, খেলাধুলো চালিয়ে যাওয়া শৈশব থেকেই শরীরকে ঝরঝরে রাখতে সাহায্য করবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখলে ছোটদের হাড়ের সমস্যাও এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে।

পড়াশোনার পাশাপাশি সন্তানের হাড়ের খেয়াল রাখাও জরুরি

বয়সের চাকা যত সামনের দিকে এগোতে থাকে, হাড় কমজোরি হয়ে পড়ে। হাড়ের কর্মক্ষমতাও আর আগের মতো থাকে না। বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়। অস্থি সংক্রান্ত নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ঠিক সেই কারণেই বার্ধক্য আসার আগেই যত্ন নিতে হবে হাড়ের। বয়সকালে হাড়ের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ছোট থেকেই হাড়ের বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরি।

সে বিষয়ে নজর দিতে হবে অভিভাবকদেরই। কোন খাবারগুলি খাওয়ালে বেড়ে ওঠার সময় থেকেই শিশুর হাড় মজবুত হবে?

১) হাড়ের যত্ন নিতে ভিটামিন ডি-র জুড়ি মেলা ভার। ভিটামিন ডি-র ঘাটতি হাড় ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এটা সব বয়সের জন্য প্রযোজ্য। শিশুর শরীরে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত পরিমাণে যাচ্ছে কি না, তা খেয়াল রাখুন। সারা দিনে যেন অন্তত ১০-১৫ মিনিট শিশু রোদে থাকে। এ ছাড়া শিশুর রোজের পাতে চিজ, সামুকি মাছ, দুধ ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়ান।

২) হাড় ভাল রাখতে ভিটামিন ডি যতটা উপকারী, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ক্যালশিয়াম। তাই শিশু যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম পায়, সেদিকে লক্ষ রাখুন। দুধে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম। রোজ অন্তত দু'গ্লাস করে দুধ খাওয়ান খুদেকে।এ ছাড়াও শিশুর খাবার পাতে রাখুন দই, পালংশাকের মতো ভিটামিন ডি-এ ভরপুর কয়েকটি খাবার। ৩) হাড়ের যত্ন নেয় যে ভিটামিনগুলি তার মধ্যে অন্যতম ভিটামিন কে। এই ভিটামিনের অভাবে রিকেট, অস্টিয়োপোরেসিস, এবং হাড়ের আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এই ভিটামিন আপনার শিশুর হাড় শক্তিশালী করে তুলবে। বাঁধাকপি, পালংশাক, অঙ্কুরোদগম ছোলার মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ান বেশি করে। এই ধরনের শাকসব্জিতে ভিটামিন কে ভরপুর মাত্রায় থাকে।

হিটস্ট্রোক এড়াতে কি কি জরুরি

বৈশাখ শুরু হওয়ার আগেই উষ্ণতার পারদ ৪০ ডিগ্রি ছুঁই-ছুঁই। আগামী দিনে গরম আরও বাড়বে। অসহনীয় এই গরমে ঘরে-বাইরের কাজ সামলে সুস্থ থাকাই বড় চ্যালেঞ্জ। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। সবচেয়ে বেশি ভয় থাকে হিটস্ট্রোক বা সানস্ট্রোকের। তবে হিটস্ট্রোক হওয়ার আগে পূর্বাভাস পাওয়াই যায়। সর্তক হতে হয় সে সময়েই। জেনে নেওয়া জরুরি এই সমস্যা এলে কী ভাবে সামাল দিতে হবে। হিটস্ট্রোক কেন হয়?- আমাদের শরীরে যে তাপজনিত সমস্যা হয় তাকে বলে হিট রিলেটেড ইলনেস, এর এক্সট্রিম ফর্ম হিটস্ট্রোক। এ ব্যাপারে মেডিসিনের চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার বললেন, 'মানুষের শরীরের ভিতরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাইরে যদি ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি থাকে বা তাপমাত্রা নেমে যায় জিরোতে, শরীরের তাপমাত্রা ৩৭.৫-ই থাকবে। যে কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে তাপমাত্রা রেগুলেট করে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস গ্রন্থি। এই জন্য অতিরিক্ত গরমে শরীর থেকে ঘাম নির্গত হয়ে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার অতি ঠান্ডায় বিভিন্ন হরমোনকে নিয়ন্ত্রণ করে রক্তনালিগুলোকে সঙ্কুচিত করে শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায়। ফলে বাইরে যতই ঠান্ডা থাকুক, শরীরের ভিতরে তাপমাত্রা ঠিক থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে হাইপোথ্যালামাসের কার্যক্ষমতা কমে গেলে শরীরের ভিতরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কাজ ঠিক মতো হয় না। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে হার্ট, কিডনি, লিভার বিকল হতে শুরু করে। হার্ট বিট বেড়ে যায়। মাসল ক্র্যাম্প হয়। ব্লাডপ্রেশার কমে যায়। ঘাম কমে যায়, মাথা ঘোরে, কথা অসংলগ্ন হতে পারে, শরীর জ্বরে পুড়ে যাওয়ায় মতো গরম হয়ে যায়, এগুলোই হিটস্ট্রোকের আগাম লক্ষণ।

জ্বর নাকি হিটস্ট্রোক? হিটস্ট্রোকের আগাম লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম হল, জ্বরের মতো গা গরম হয়ে যাওয়া। তাই অনেকেই সাধারণ জ্বরের সঙ্গে পার্থক্য করতে পারেন না। ফলে চিকিৎসা বিভ্রাট হতে পারে। সাধারণ জ্বর হয় শরীরে কোনও ভাইরাস বা ব্যাক্টিরিয়া আক্রমণ করলে। ভাইরাস বা ব্যাক্টিরিয়া একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে। হাইপোথ্যালামাস সেই ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাসকে অকেজো করতে শরীরে ভিতরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। "জ্বর কোনও রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। তাই অল্প জ্বর হলে চিকিৎসকেরা ওষুধ দিতে চান না। খুব বেশি কষ্ট হলে প্যারাসিটামল দেওয়া হয়। কারণ জ্বর তৈরি হতে না দেওয়া হলে ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাসগুলো মরার সম্ভাবনা কমে যায় বললেন ডা. তালুকদার।

জ্বর হলেও গা তেতেপুড়ে যায়, যা হিটস্ট্রোকের আগাম লক্ষণ। তা হলে বোঝার উপায় কী সমস্যা কোনটা? হাইপোথ্যাল্যামাস গ্রন্থির কার্যক্ষমতা কমে গেলে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তখন হয় হিটস্ট্রোক। আর হাইপোথ্যালামাস প্রবল সক্রিয় থেকে ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাসের সঙ্গে লড়ার জন্য তাপমাত্রা তৈরি করে," দুটোর মধ্যে ফারাক বোঝালেন ডা. তালুকদার। টানা রোদে কাজ করলে, ঘরে বা কারখানায় গরমের মধ্যে একটানা কাজ করার পরে শরীর তেতেপুড়ে যাওয়ার মতো গরম হলে ধরে নিতে হবে সেটা হিটস্ট্রোকের আগাম সতর্কতা। ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাসজনিত জ্বর হলে আগে শীত করবে, কাঁপুনিও দিতে পারে। প্রথমটার ক্ষেত্রে দেরি না করে তাঁকে ছায়ার মধ্যে, পাখার তলায় বা এসি রুমে বসিয়ে যতটা সম্ভব তাঁর পোশাক খুলিয়ে পর্যাপ্ত জল দিয়ে গোটা শরীর মুছিয়ে দিতে হবে। রোগীর যদি জ্ঞান থাকে তা হলে জল, ওআরএস খাওয়ানো যেতে পারে। এতে শরীরের ভিতরের তাপমাত্রা কমবে। কিন্তু আচ্ছন্ন বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে ঠোঁট ফাঁক করিয়ে জল বা ওআরএস খাওয়ানো একদমই উচিত নয়। জল ফুসফুস বা শ্বাসনালিতে ঢুকে গেলে বিপদ বাড়বে। তাই তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া দরকার। ঘরে- বাইরে একই নিয়ম চিকিৎসকের পরামর্শ, সকাল দশটার পরে এবং বিকেল পাঁচটার আগে রাস্তায় না বেরোনোই ভাল। কিন্তু এই রুটিন মেনে চলা সম্ভব না হলে সর্তকতা মানতে হবে। বাইরে গেলে ছাতা নিন বা মাথায় কাপড় বেঁধে নেবেন, সানগ্লাস ব্যবহার করবেন। মাস্ক বা সুতির ওড়না দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নেওয়া ভাল। সঙ্গে জল রাখবেন। পরতে হবে হালকা সুতির পোশাক। সকাল ১০টার মধ্যে বাড়িতে রান্না বা কাপড় কাচার মতো পরিশ্রমের কাজ সারতে পারলে ভাল। "গরমে প্রচুর ঘাম হয়। ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে নুন বেরিয়ে যায়। ফল ডিহাইড্রেশন। তাই প্রচুর জল খেতে হবে। জলের পাশাপাশি মাঝেমাঝে ইলেকট্রলাইট ওয়াটার, নুন-চিনি-লেবুর জল পান করুন। গ্লুকোজ জলে কিছুটা নুন মিশিয়ে খান। বাড়িতে থাকলেও এই নিয়মটা মেনে চলুন। তবে ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি, বা হার্টের সমস্যা যাঁদের আছে, তাঁরা এই গরমে দিনে কতটা জল খাবেন, তার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন," বললেন ডা. তালুকদার। সময় মতো চিকিৎসা না পেলে হিটস্ট্রোকে মারা যেতে পারেন আক্রান্ত। তাই ভয় না পেয়ে সচেতন থাকুন।

কয়েকটি সচেতনতা দিনে অন্তত দু'বার স্নান করতেই হবে। বিকেলে বাচ্চারা খেলে আসার পরে ভাল করে স্নান করিয়ে দেবেন। বাইরে বেরনোর আগে জল খেয়ে বেরোন, রোদ থেকে এসে কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে জল খেতে হবে। প্রস্রাব ঠিক মতো হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখুন। গরম থেকে এসেই ঠান্ডা জল খাবেন না। এতে সর্দি-কাশি, গলা ব্যথার সম্ভাবনা থাকে। জ্বর এলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাবেন না। দু-একদিনে জ্বর না কমলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অন্যান্য কোনও উপসর্গ থাকলে ডাক্তারকে বলুন। বাইরে থেকে এসেই এসি ঘরে না ঢুকে একটু বাইরে জিরিয়ে নিন। এসি অফিসে ঢোকার সময়েও আগে ছায়ায় দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিন। গরমে হালকা খাবার খান। মশলাদার খাবারের পরিবর্তে পাতে থাকুক তেতো, আমডাল, মাছের ঝোল, লাউ, টক দই, মরসুমি ফল ইত্যাদি। তবে বাজারের কাটা ফল, লেবু জল নয়। ডাবের জল, বাড়িতে তৈরি ফলের রস, লস্যি, আখের রস, ছাতুর শরবত খান। সুগার কমে যাওয়ার প্রবণতা থাকলে, সঙ্গে রাখুন লজেন্স বা মিষ্টি। প্যাকেজড ফুড, রেডি টু ইট খাবার এড়িয়ে চলুন।

ঘামে চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে

কিছু দিন আগে পর্যন্ত মুখে মাস্ক পরলে চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যেত। এখন গরমে ঘামে এমনিই সব ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে বার বার চশমা খুলে, মুখ মুছে নেওয়া বেশ ঝক্কির। তাই চশমার বদলে চোখে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরবেন বলে ঠিক করেছেন। সুবিধার জন্য, কিংবা দেখতে ভাল লাগবে বলে ইদানীং অনেকেই লেন্স ব্যবহার করেন।

তবে, অনেকের কাছেই শুনেছেন লেন্স পরলে নাকি খুব সাবধানে থাকতে হয়। না হলে চোখে নানা রকম সমস্যা হতে পারে। যখন ইচ্ছে চোখে হাত দেওয়া যায় না। কারও আবার চোখ লাল হয়ে জ্বালা করতে থাকে, চোখ থেকে জলও পড়ে। চিকিৎসকেরা বলছেন, কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের যেমন সুবিধা রয়েছে, তেমন বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে চোখে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে চোখে সমস্যা হতেই পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে সমস্যা নিয়ে রোগীরা

চিকিৎসকের কাছে আসেন, তা হল ড্রাই আইজ। আসলে আমাদের চোখের উপর স্বচ্ছ এক ধরনের পর্দা বা ফিল্ম থাকে। এই পর্দার আবার তিনটি স্তর রয়েছে। একেবারে বাইরের স্তরটি লিপিড। মাঝেরটি অ্যাকিউয়াস এবং একেবারে ভিতরেরটি মিউসিন নামে পরিচিত।

এই পর্দার কাজ কী? চোখের আর্দ্রতা বজায় রাখা, বাইরের ধুলো-বালি, অবাঞ্ছিত যে কোনও জিনিসের থেকে চোখকে সুরক্ষিত রাখা। মোট কথা, চোখের সামগ্রিক যত্ন নেওয়াই এই স্বচ্ছ পর্দাটির কাজ। এই তিনটি স্তরের একবারে বাইরের অর্থাৎ লিপিড স্তরটি তৈলাক্ত এবং চর্বিজাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। এবং মাঝের স্তরটির মূল উপাদান হল জল। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চোখে লেন্স পরার ফলে এই দুটি স্তরের মধ্যে যে বিভাজন তৈরি হয়, সেখান থেকেই ড্রাই আইজ-এর সমস্যা শুরু হয়। তবে সকলেরই যে এই ধরনের সমস্যা হবে এমনটা নয়। ভাল মানের কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে, চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সব মেনে চললে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে, গরমে চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে বলে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরার কথা ভাবছেন, তাঁদের কিন্তু খুব সুবিধা হবে না। কারণ, ঘামের বিন্দু চোখের পল্লব চুঁইয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। তৎক্ষণাৎ লেন্স চোখ থেকে খুলে, পরিষ্কার করে নিতে পারলেই ভাল। না হলে সেখান থেকে চোখে সংক্রমণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

১) স্নান করা বা সাঁতার কাটার সময়ে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরা যাবে না।

২) কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে ঘুমোতে না যাওয়াই শ্রেয়। ৩) ব্যবহারের পর কন্ট্যাক্ট লেন্স ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে সংক্রমণে সম্ভাবনা থেকে যায়। যখন লেন্স ব্যবহার করবেন না, তখনও সলিউশনে ডুবিয়ে রাখতে হবে। ৪) নির্দিষ্ট সময় অন্তর লেন্স পাল্টাতে হয়। এক টানা একই কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে থাকা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৫) দীর্ঘ ক্ষণ কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে থাকলে ড্রাই আইজ হতে পারে। সেই বিষয়েও সাবধান থাকতে হবে।

গরমে সুতির পোশাক সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক

গরম পড়তেই আলমারি জুড়ে সুতির জামার আনাগোনা বেড়েছে। এই গরমে সুতির পোশাক সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক। হাতকাটা পোশাক পরলে গরম আরও খানিকটা কম লাগে।

কিন্তু দিনের চড়া রোদে হাতকাটা পোশাক পরে বেরোনো অসম্ভব। হাতে ট্যান পড়ে যাওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে। কিন্তু রোদ পড়ে এলে সন্ধ্যাবেলায় অনায়াসে পরা যায়। কিন্তু আগে থেকেই হাতে ট্যান থাকায় অনেকেই খানিকটা অস্বস্তিতে থাকেন। সেক্ষেত্রে ট্যান তোলার সহজ উপায় জেনে নিলে ভাল।

১) টেবিল চামচ কাঠবাদামের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ১ টেবিল চামচ মূলতানি মাটি। সঙ্গে দুধ বা গোলাপ জল। এই মিশ্রণ হাতে মেখে রেখে দিন মিনিট দশেক। তার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকে আলাদা জেল্লা আসবে।

২) একটি পাত্রে আধ কাপ বেসন, এক চিমটে হলুদ এবং সামান্য দুধ মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। স্নান করতে যাওয়ার আগে হাতে ভাল করে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে নিন। রোজ না হলেও সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন এটি ব্যবহার করতে পারেন। উপকার পাবেন।

৩) এক চামচ দই, এক চামচ মধু ও এক চামচ গোলাপ জল দিয়ে একটি ফেস প্যাক তৈরি করে নিন। রাতে এই প্যাক হাতে মেখে মিনিট পনেরো রাখুন। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, ট্যান উঠে যাচ্ছে।

শনিবার ৭ রামনগর উপনির্বাচনের প্রার্থী দীপক মজুমদার এক র‍্যালীর আয়োজন করেন।

কংগ্রেস শুধু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি এবং তোষণের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায় : পুষ্কর সিং ধামি

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেস শুধু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি এবং তোষণের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায়, এই মন্তব্য করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি শনিবার উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে একথা বলেন।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শনিবার উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানি শহরে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, কংগ্রেস এবং তাঁর আইএনডিআই জোটের একটাই লক্ষ্য, তাঁদের পরিবারের উন্নয়ন করা।

তিনি এদিন কংগ্রেসকে আক্রমণ করে আরও বলেন, ৫ দিন আগে কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। একদিকে, আমরা ইউসিসি বিল পাশ করেছি, অন্যদিকে, তারা (কংগ্রেস) তাদের ইস্তেহার পত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন আরোপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেস শুধু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি এবং তোষণের মাধ্যমেই ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরে ধরা পড়ল ভুয়ো পাণ্ডা

মির্জাপুর, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) শনিবার উত্তর প্রদেশের বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের দর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময়, মন্দিরে নিযুক্ত পুরোহিতদের হাতে একটি ভুয়ো পান্ডা ধরা পড়ে। ভুয়ো পান্ডাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার সকাল ৯টার দিকে নির্ধারিত পোশাকে একজন পুরোহিত কয়েকজন দর্শনার্থীকে নিয়ে গর্ভগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন কর্তব্যরত তীর্থযাত্রী পুরোহিত আশুতোষ পাঠক ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে থামিয়ে তার পরিচয়পত্র দেখাতে বলেন। এতে ওই ব্যক্তি অজুহাত দেখাতে থাকে। তাকে সন্দেহজনক মনে হলে তীর্থযাত্রী পুরোহিতরা তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। বিন্ধ্যাচলের ইনচার্জ পরিদর্শক দয়াশঙ্কর ওঝা জানিয়েছেন যে ভুয়ো পান্ডা গোসাইপুরোয়ার বাসিন্দা কমলা বিন্দের ছেলে সোনু বিন্দ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

দক্ষিণ চেন্নাইয়ে জোরদার প্রচারে জয়বর্ধন, জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী এআইএডিএমকে প্রার্থী

চেন্নাই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : তামিলনাড়ুর দক্ষিণ চেন্নাই লোকসভা আসনে এখন জোরকদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। কোনও দল কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ, শনিবার সকালে দক্ষিণ চেন্নাইয়ে জোরকদমে প্রচার করলেন এআইএডিএমকে প্রার্থী জে জয়বর্ধন। জনতার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচার সেরেছেন তিনি। জনতাকে তাঁকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন।

দক্ষিণ চেন্নাই সংসদীয় আসনের এআইএডিএমকে প্রার্থী জে জয়বর্ধন বলেছেন, 'প্রচার খুব ভালো গতিতে চলছে। মানুষও ভালো সাড়া দিচ্ছেন। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা এআইএডিএমকে-কে ভোট দেবেন। যদি তামিলনাড়ু এআইএডিএমকে-র জন্য উন্নয়ন না হয়, তাহলে অমিত শাহের দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে, নির্বাচনী বন্ড নিয়ে কথা বলা উচিত। দলকে কতটা নির্বাচনী বন্ড দেওয়া হয়েছে এবং এর উৎস কী? মানুষ সব জানে। তাদের প্রথমে দায়িত্ব নেওয়া উচিত এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত।'

কংগ্রেস ''লুট'' করছে, হিমাচলে ''মিথ্যা'' প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানুষকে প্রলুব্ধ করছে : কঙ্গনা রানাউত

মান্ডি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস জনগণকে ''লুট'' করছে, হিমাচলে ''মিথ্যা'' প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানুষকে প্রলুব্ধ করছে। কটাক্ষ করে বললেন বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। শনিবার মান্ডি জেলায় এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রানাউত বলেন, 'লুটপাট ছাড়া, কংগ্রেস এখানে আর কী করছে? এখন আমি তাঁদের প্রশ্ন করতে চাই, তারা এখানকার সমস্ত বোন ও মাকে ১,৫০০ টাকা দেবে কিনা। সেই টাকার কী হল? তাঁরা ৫ লক্ষ চাকরি দেবে বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর কতদিন পর্যন্ত চলবে? কঙ্গনা রানাউত বলেছেন, 'আমাদের অবশ্যই হিমাচলের জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং কংগ্রেসের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে তাঁদের রক্ষা করতে হবে। এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পা দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''নতুন ভারত''-এর ধারণা নিয়ে আমাদের ধাপে ধাপে হাঁটতে হবে।'

বামেদের সঙ্গে জোট বানচাল, আরও চার আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা আইএসএফ-এর

হুগলি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ায় লোকসভা ভোটে একলাই লড়ছে আইএসএফ। এবার তৃতীয় পর্যায়ের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট।দলের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর, তমলুক, বনগাঁ ও কৃষ্ণনগর এই চারটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হল। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হলেন শাহজাহান বিশ্বাস। তমলুকে মহিউদ্দিন আহমেদ। বনগাঁয় প্রার্থী করা হয়েছে দীপক মজুমদারকে। কৃষ্ণনগরে আইএসএফের প্রার্থী আফরোজা খাতুন।এর আগে দুই পর্যায়ে ১৩ টি আসনে আইএসএফ প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানানো হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত মোট ১৭ টি আসনে প্রার্থী দিল আইএসএফ। শনিবার ফুরফুরা শরিফে রাজ্যের আটটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন দলের কার্যকরী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক।শ্রীরামপুর কেন্দ্রের জন্য আগেই সিপিআইএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের নাম ঘোষণা করেছিল বামফ্রন্ট। তারপরে আইএসএফ শ্রীরামপুর কেন্দ্রে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। এরপরেই জল্পনা বাড়তে থাকে রাজনৈতিক মহলে, তবে কি শ্রীরামপুরে বাম-আইএসএফ সমঝোতা ধাক্কা খেল!পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেখা যায় শুধু শ্রীরামপুর নয়, গোটা রাজ্যেই ধাক্কা খায় বামেদের সঙ্গে আইএসএফের আসন সমঝোতা। আসন সমাঝতার প্রশ্নে নওসাদ বলেছিলেন, 'বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে আমরা জোট চেয়েছিলাম। কিন্তু বামেদের জন্য সেই জোট হল না।' আইএসএফের এই দাবি অবশ্য নাকচ করে দেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তিনি বলেছিলেন, 'কী করে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে? ৪টের মিটিংয়ে আইএসএফের লোকজন এসেছেন পাঁচটার সময়। ১৫-২০ মিনিট দেরি হতে পারে, সেখানে ১ ঘণ্টা দেরি করে আসা। কথাটা এই কারণে বলছি, কারণ, আসন সমঝোতার প্রশ্নে ওদের আন্তরিকতা যে ছিল না,তা স্পষ্ট।' আসন সমঝোতা ধাক্কা খাওয়ায় একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নেয় নওশাদের দল।

যে পদ্ধতিতে বিজেপির কর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করছেন, ফলাফল ভাল হবেই : জেনারেল ভি কে সিং

জয়পুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : যে পদ্ধতিতে বিজেপির কর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করছেন, ফলাফল ভাল হবেই, এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং-কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি শনিবার একথা বলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং শনিবার রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাঁকে সাংবাদিকরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এদিন আরও বলেন, আজকে আমি রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারে প্রথমবার এসেছি। এর আগে এসেছিলাম। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি বলতে পারি লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি ভালোভাবেই চলছে। কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারের গতি আরও বাড়বে। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা যেভাবে লোকসভা নির্বাচনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন তাতে ভালো ফল হবেই।

সিডনির শপিং মলে ছুরি-হামলায় মৃত্যু ৪ জনের, পুলিশের গুলিতে খতম হামলাকারী

সিডনি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ার সিডনির শপিং মলে ছুরি নিয়ে হামলা চালাল এক আততায়ী। বেশ কয়েক জনকে ছুরি দিয়ে কোপায় ওই আততায়ী। এই হামলার ঘটনায় শপিং মলে থাকা লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার স্থানীয় সময় বিকেল ৪ টের সময় ঘটনাটি ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ওয়েস্টফিল্ড বন্ডি জংশনে।সেই সময় শপিং মলে বেশ ভিড় ছিল। আচমকাই এক আততায়ী ছুরি নিয়ে ঢুকে পড়ে। তার পর যাঁকে সামনে পেয়েছে, তাঁকে ছুরি দিয়ে হামলা চালিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। শপিং মলে হামলার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে হামলাকারীকে ধরার চেষ্টা করে। পুরো শপিং মল ঘিরে ফেলা হয়। মলের ভিতরে থাকা লোকজনকে দ্রুত বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ। তার পর হামলাকারীকে ধরতে অভিযান চালানো হয়। হামলাকারীকে বাগে আনতে গুলি চালাতে হয় পুলিশকে। সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় হামলাকারীর।

কেন বাংলা থেকে টাকা নিয়ে যান, প্রশ্ন মমতার

জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ''আপনারা বলছেন বাংলাকে টাকা দেবেন না। তাহলে আমাদের থেকেও টাকা নেবেন না। কেন বাংলা থেকে টাকা নিয়ে যান?'' শনিবার এই ভাষায় কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত পাঁচ বছরে কেন্দ্র বাংলা থেকে জিএসটি বাবদ ৬,৮০,০০০ কোটি টাকা নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মোদী এবং শাহকে একযোগে তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নির্বাচনের পর সবাইকে বেছে বেছে জেলে ভরব। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, ''লটকা দেঙ্গে''। বাংলায় এসব হয় না। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে হতে পারে। বাংলা প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।'' এদিন কেন্দ্রকে তোপ দেগে মমতা বলেন, ''কেন বাংলায় টিম পাঠাচ্ছেন? কিছুই তো পাননি? কেন বাংলা থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। আগে ভাবতাম জিএসটি হলে আমাদের লাভ হবে। সাহস থাকলে গুজরাটের একশো দিনের রিপোর্ট পেশ করুন। চোরের মায়ের বড় গলা। বিজেপিকে বাংলা চৈত্র সংক্রান্তি করব।''

জলপাইগুড়িতে গিয়ে সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে মমতা বলেন, ''ভোটের আগে একটা ছোট্ট 'সন্দেশ' পেয়েছিল। ওখানে কোনও খুনও হয়নি। যা হয়েছিল, মিটিয়ে দিয়েছি। সব ফিরিয়ে দিয়েছি। আমাদের লোককে গ্রেফতার করেছি। কিন্তু, বিলকিস বানুর ঘটনায় কেন অপরাধীকে ছাড়া হল! কেন হাথরাসের সময় আপনাকে দেখা যায়নি। মণিপুরে যখন মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল তখন কোথায় ছিলেন?'' বেঙ্গালুরুর ক্যাফে বিস্ফোরণকাণ্ডে বাংলা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''বেঙ্গালুরুতে একটা ঘটনা ঘটল। ওরা বলল বাংলা নিরাপদ নয়। ভুলে গেছে, বেঙ্গালুরু আলাদা, বাংলা আলাদা। ওদের বাড়ি কর্নাটকে। দু'ঘণ্টার জন্য মেদিনীপুরে লুকিয়ে ছিল। আমাদের পুলিশ খুঁজে দিয়েছে।'' বালুরঘাটে অমিত শাহের সভাকে কটাক্ষ করে এদিন মমতা বলেন, ''মুসলিম, রাজবংশী, হিন্দু, তফসিলি, আদিবাসী, খ্রিস্টানদের বিয়ের নানা পদ্ধতি আছে। কোনও ঐতিহ্য থাকবে না। সব কেড়ে নেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বলেই গেলেন, সবাইকে লটকে দেবেন।''

প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে অধীর চৌধুরী

মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে ''গো ব্যাক'' স্লোগান দেয় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও বহরমপুরে ভোট প্রচারে বের হন অধীর চৌধুরী। এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ বহরমপুরের গান্ধী কলোনি থেকে দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে অধীরবাবু ভোট প্রচার করেন। বহরমপুর কান্দি বাসস্ট্যান্ড হয়ে বিটি কলেজের সামনে এসে কংগ্রেসের প্রচার শেষ হয়। সেই সময়ই কিছু তৃণমূল কর্মী সমর্থক অধীর চৌধুরীকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেয়। দুই দলের মধ্যে হাতাহাতিতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

অধীরবাবুর অভিযোগ, ''তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে রাস্তার উপরে মন্দিরের সামনে কয়েকজন যুবক আমার বাইকের সামনে এসে চড়াও হয়। যুবকেরা আমায় ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। আমি বসিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু তারপর দেখি জমায়েত আরও বাড়তে থাকে। এরপরই আমি পুলিশের কাছে বিষয়টি জানাই। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেশ খানিকক্ষণ বাদে বিক্ষোভকারীদের আটক করে পুলিশ।''গত পুরসভা ভোটেও তাঁর উপর একইভাবে হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলেন অধীরবাবু। তাঁর দাবি, 'স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বার বার একই ঘটনা ঘটাচ্ছে। তৃণমূল অযথা বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে।' এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপি আর কতদিন কংগ্রেসকে দোষারোপ করবে : প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা

দেহরাদুন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি আর কতদিন কংগ্রেসকে দোষারোপ করবে, উত্তরাখণ্ডের রামনগরের জনসভা থেকে এই ভাষাতেই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা। তিনি শনিবার উত্তরাখণ্ডের রামনগরে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, কংগ্রেস তো ১০ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় নেই, তাহলে কংগ্রসকে আর কতদিন বিজেপি দোষ দেবে। গত ১০ বছর ধরে বিজেপি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে আছে, আর এখন তাঁরা ৪০০ আসন পার করতে চায়।

উত্তরাখণ্ডের রামনগরের জনসভা থেকে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা আরও বলেন, বলা হয় ৭৫ বছরে কংগ্রেস কোনও কাজই এদেশের মানুষের জন্য করেনি। যদি কিছুই না হয়ে থাকে, তাহলে সারাদেশে আইআইটি, আইআইএম এবং এআইআইএমএস-রা কোথা থেকে এলেন বলেও এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শাসান প্রিয়াঙ্কা। তিনি বলেন, এখন চন্দ্রযান চাঁদে অবতরণ করেছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যদি এগুলো নিয়ে কিছু না নির্মাণ করতেন, তাহলে কি চন্দ্রযানের চাঁদে অবতরণ করা সম্ভব ছিল?

গুজরাটের গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অমিত শাহের স্ত্রী

গান্ধীনগর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী সোনালবেন শাহ। অমিত শাহ গান্ধীনগর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী হওয়ার কারণে অমিত শাহ ওই এলাকায় সময় কম দেওয়ায় বিজেপি সেইজন্য প্রচারের অনেক পরিকল্পনা শুরু করেছে।

অমিত শাহের বিরুদ্ধে সোনাল প্যাটেলকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। শনিবার গান্ধীনগরের কোলভাদা গ্রামের মানুষদের দরজায় দরজায় গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের স্ত্রী সোনাল শাহ। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প থেকে উপকৃত মানুষদের বাড়িতেও যান।

ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন চলাকালীন তিনি মানুষের সঙ্গে দেখাও করেন।

মনোনয়নের একদিন আগে ১৮ এপ্রিল গান্ধীনগর লোকসভা আসনের অধীন সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে রোড শো করবেন শাহ। অমিত শাহ দ্বিতীয়বার গুজরাটের গান্ধীনগর লোকসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গান্ধীনগর থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে অমিত শাহের নাম ঘোষণার পরই প্রথম প্রচারে নেমেছিলেন তাঁর ছেলে জয় শাহ। জয় শাহ বিসিসিআই-এর সেক্রেটারি পদেও রয়েছেন।

উত্তর প্রদেশের বদায়ুতে গাড়ির সঙ্গে টেম্পোর সংঘর্ষে মৃত ১ মহিলা, আহত ৭

বাদাউন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের বদায়ুতে গাড়ির সঙ্গে টেম্পোর সংঘর্ষে ১ মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং ৭ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর প্রদেশের আলাপুর থানা এলাকার কাকরালার কাছে। সেখানে একটি দ্রুতগামী গাড়ির সঙ্গে টেম্পোর সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনার পর চালক গাড়ি রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। শনিবার ভোর ৫টার দিকে আরাধনা নামক এক মহিলা তাঁর সন্তান ও কয়েকজন আত্মীয়কে নিয়ে একটি টেম্পোতে করে বদায়ুতে আসছিলেন। আলাপুর থানা এলাকার কাকরালা শহরের কাছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি টেম্পোটিকে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আরাধনার মৃত্যু হয়। আহতরা হলেন, রিয়াংশ, রিশান্ত, আয়ানশ, প্রজ্ঞা, কবিতা, রাকেশ ও বিনয়। আহত সবাইকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। বিনয় ছাড়া চিকিৎসকরা অন্য সকল আহতদের বরেলিতে রেফার করেছেন। পুলিশ আরাধনার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

প্রকাশিত হল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের থিম সং —এর টিজার

দুবাই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : এসে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। হাতে আর মাত্র দুটো মাস। বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রস্তুতি সর্বত্র। দলগুলোর সঙ্গে আইসিসিও থেমে নেই। টুর্নামেন্টের নিয়মানুযায়ী, আইসিসি একটি থিম সং তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতে সেই থিম সং—এর একটি টিজার বের করেছে আইসিসি। থিম সং গেয়েছেন দুইজন শিল্পী। এঁরা হলেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী জামাইকান সংগীতশিল্পী সিন পল ও ত্রিনিদাদের সোকা সুপারস্টার কেস।

'আসলে ওঁদের ফুটো ভাঁড়'', কেন্দ্রকে তোপ মমতার

জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : জলপাইগুড়িতে প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদীর '১৫ লক্ষের প্রতিশ্রুতি' নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''আগের বার এসে বলল, ১৫ লাখ অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেব। এক লাখও দিয়েছে? আসলে ওঁদের ফুটো ভাঁড়।''

'ইন্ডিয়া' নিয়ে মমতা বলেন, ''কেন্দ্রে আমরা সরকার গড়তে সাহায্য করব। কিন্তু বাংলায় একটি ভোটও সিপিএম বা কংগ্রেসকে নয়। দেশের ক্ষেত্রে বিষয়টা আমরা আলাদা করে বুঝে নেব। এখানে ওরা বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে।''

কন্যাকুমারীতে বিরাট রোড-শো অমিত শাহের, আরও উজ্জীবিত বিজেপি শিবির

কন্যাকুমারী, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে বিরাট এক রোড-শো করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার কন্যাকুমারীতে বিরাট রোড-শো করে জোরদার নির্বাচনী প্রচার করেছেন অমিত শাহ। এই রোড-শো দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে উপস্থিতি ছিল বিপুল সংখ্যক মানুষের।

অমিত শাহকে এক ঝলক দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন বহু মানুষ। উল্লেখ্য, কংগ্রেস, এআইএডিএমকে এবং বিজেপি যথাক্রমে বিজয় বসন্ত, নাজেরাথ প্যাসিলিয়ান এবং পোন রাধাকৃষ্ণনকে প্রার্থী করেছে। কংগ্রেসের বসন্ত হলেন এই আসনের বর্তমান সাংসদ, যিনি ২০২০ সালের আগস্টে তাঁর বাবা এইচ বসন্তকুমারের মৃত্যুর পরে উপনির্বাচনে জয়ী হন।

শনিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসে কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা।

“আজও চোখ বুঁজলে ফিরে আসে সেই মধুর স্মৃতি” ডঃ আশুতোষ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল, (হি.স.): “বাংলা নববর্ষের চেয়েও বেশি মনে পড়ে শৈশবের বর্ষশেষের কথা।” শৈশবের ধারাপাতে ফিরে গেলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আশুতোষ ঘোষ।

তিনি বলেন, “হুগলির জাঙ্গিপাড়া থেকেও অনেকটা ভিতরে কুলাকাশ নামে একটা গণ্ডগ্রামে থাকতাম। বাবা-মা, ৭ বোন, ৪ ভাই। পাশের মাঠে ঝাঁপান হত। সন্ন্যাসীরা এসে পুজো দিতেন, আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটতেন। চরকের মেলা হত তিন দিন ধরে। আমরা উপভোগ করতাম। এর মধ্যেই আসত নববর্ষ। আর পাঁচটা দিনের চেয়ে মা একটু ভাল-মন্দ রান্না করতেন। আজও চোখ বুঁজলে ফিরে আসে সেই মধুর স্মৃতি। বছর তিন হল মা প্রয়াত হয়েছেন। এখন আগের মত আর যাওয়া হয় না। জীবনও গ্রাম থেকে শহরভিত্তিক হয়ে গিয়েছে। তবু বাঙালি আর নববর্ষ মিশে গিয়েছে ওতপ্রোতভাবে।

(রাজ্য উচ্চ শিক্ষা সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান, প্রাক্তন উপাচার্য)।
হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

“আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলারও দিন ফুরিয়েছে” গৌতম ভট্টাচার্য

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): গত ছয় দশকের ওপর বদলে যাওয়া বাংলা নববর্ষের হদিশ দিলেন প্রাক্তন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল গৌতম ভট্টাচার্য।

তিনি এই প্রতিবেদককে জানান, “ছেলেবেলার বাংলা নববর্ষের দিনটা মনে করার চেষ্টা করলে প্রথমেই যেটা স্মরণে আসে সেটা হলো সকাল-সকাল মা’র কালীবাড়ি যাবার কথা। আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই মা পূজো দিয়ে ফিরে আসতেন। প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকিয়ে, দেবীর প্রসাদী মিষ্টি মুখে দিয়ে বছরের শুরু হতো। সে দিনটায় বাড়িতে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। স্কুল-কলেজে ছুটি থাকায় দিনটা বেশ উৎসবমূখর লাগতো।

আড়াই-তিনদশক আগেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা নববর্ষ আসতো এপ্রিলের ১৪ তারিখ, মাঝেমধ্যে ১৫ তারিখ। হয়তো বাংলা পঞ্জিকায় প্রয়োজনীয় কোন এডজাস্টমেন্টের দরুন এখন দিনটা উল্টে গেছে - অধিকাংশ বছরই ১৫ই এপ্রিল, লিপ-ইয়ারে ১৪ই। এরকম একটা বিষয় নিয়ে কোনও চর্চা অবশ্য গণমাধ্যমে চোখে পড়ে নি। ভাবটা যেনো এমনই “কি আসে যায় এপ্রিলের কোন তারিখে নববর্ষ পড়লো তাতে”!

সমাজের এই উদাসীনতা থেকেই মনে হয় বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব বোধহয় নবীন প্রজন্মের কাছে দিনদিনই কমছে! প্রয়োজন ফুরিয়েছে বাংলা ক্যালেন্ডারেরও। কোন তারিখে একাদশী বা কোন দিন এবছর নীলষষ্ঠী পড়লো সেটা জানতে আর বাংলা ক্যালেন্ডারের দরকার পড়ে না, গুগুলই তো সব বলে দেয়!

আমাদের ছোটবেলায় বাংলা নববর্ষের সঙ্গে হালখাতা ব্যাপারটা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।দোকানীরা সারা-বছরের খরিদ্দারদের সপরিবার নিমন্ত্রণ করতেন দোকানে এসে কিছু জলযোগ করতে। আন্তরিক ভাবেই দোকানীরা চাইতেন হালখাতার দিনটায় নিমন্ত্রিতরা আসুন। তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল ‘কাস্টমার’দেরকে ধন্যবাদ জানানোর দিন। অনেকটা কর্পোরেট সেক্টরে আজকালকার “কাস্টমার মিট”এর মতন। দোকানীরা যেমন নিমন্ত্রণ করতেন, খরিদ্দারদের মধ্যেও সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করার একটা কর্তব্যবোধ কাজ করতো।

ছেলেবেলায় বড়দের সঙ্গে এরকম হালখাতার নিমন্ত্রণে গিয়েছি বলে মনে পড়ে। আজকাল এই ব্যাপার অনেকটাই উঠে গেছে - হয়তো খরিদ্দার ও দোকানীর মধ্যে একধরণের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলারও দিন ফুরিয়েছে!

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিইউইটি-তে পশ্চিমবঙ্গে ভর্তির চাহিদা তলানিতে, প্রশ্ন শিক্ষামহলে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : স্নাতকস্তরের পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন দুয়োরানি। এখানে ভর্তির ব্যাপারে বুঝি আগ্রহ কম। আগামী সিইউইটি-তে (কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট) চাহিদা তুঙ্গে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয়-স্তরের এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভারত জুড়ে এতে অংশ নিচ্ছে ২৬১ টি অংশগ্রহণকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠান এতে সামিল না হওয়ায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শিক্ষাবিদদের মধ্যে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের কোনও শাখায় ভর্তি হতে চেয়ে সিইউইটি-তে বসার আবেদন করেছেন ২৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ১০৬ জন পড়ুয়া। চাহিদার নিরিখে এর পরের তিনটি প্রতিষ্ঠান হল বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৫৭ জন), লখনউয়ের বাবাসাহেব ভিমরাও অম্বেদকর ইউনিভার্সিটি (৫ লক্ষ ১২ হাজার ৫৮৮ জন) এবং নয়দার অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি (৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ২০৬ জন)। এর পরের তিনটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় (৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৩২৯ জন), গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ ইউনিভার্সিটি (৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮১২ জন) এবং চন্ডীগড় ইউনিভার্সিটি (৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৬৫ জন)। তালিকার ভর্তির চাহিদার নিরিখে ৮ম থেকে ১০ম স্থানে রয়েছে দিল্লির বিআর অম্বেদকর ইউনিভার্সিটি (৩ লক্ষ ৬ হাজার ৩৯৪ জন), জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া (২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৮৭ জন) এবং লাভলি ইউনিভার্সিটি (২ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯৯ জন)।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সহযোগী কলেজগুলোয় স্নাতকস্তরে মোট আসন ৮০ হাজার। এখন পর্যন্ত এগুলোয় ভর্তি হতে চেয়ে আবেদন করেছেন প্রায় ২৬ লক্ষ পড়ুয়া। দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার লক্ষের বেশি পড়ুয়া ভর্তি হতে চেয়ে সিইউইটি-তে বসতে চান। ১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু’লক্ষের বেশি পড়ুয়া ভর্তি হতে চেয়ে সিইউইটি-র আবেদনপত্র পূরণ করেছেন। কোনও একজন পড়ুয়া অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক পছন্দের বিষয়, একাধিক প্রতিষ্ঠানে পড়ার আবেদন করেছেন।

কেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্নাতকস্তরে ভর্তির জন্য সিইউইটি-র চাহিদার তালিকায় আসছে না? একটি সুপরিচিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম আধিকারিক, প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বাস চৌধুরী এই প্রতিবেদককে বলেন, “এটা খুব বিপজ্জনক সঙ্কেত। আমি আর কী বলব?ভাবতে খুব কষ্ট হয়। বিদ্বজনেরা চিন্তাভাবনা করুন যাতে ভবিষ্যতে অবস্থান বদল হয়!”

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যক্ষ তথা রাজ্যের অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি পূর্ণচন্দ্র মাইতি এই প্রতিবেদককে বলেন, “এর জন্য দায়ী রাজ্যের শিক্ষাপরিকল্পনার খেয়ালিপনা। গত বছর মে মাসের শেষদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হয়। কলেজগুলোয় স্নাতকস্তরে ভর্তির জন্য চার মাস প্রস্তুতির পর কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু হয়েছিল। কিন্তু ১ জুন হঠাৎ শিক্ষা দফতর বলে ওই পোর্টাল চলবে না। কলেজগুলো, পড়ুয়ারা, অভিভাবকরা বিপাকে পড়েন। এর পর পড়ুয়াদের অনেকে বেসরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় অথবা ভিন রাজ্যে চলে যায়। ১ জুলাই ফের স্নাতকস্তরে ভর্তির জন্য পোর্টাল চালু হয়। এবার যেসব পড়ুয়া ভর্তি হল, অধিকাংশই নিম্ন মেধার। এই যে ক্ষতিটা হল, তার ফল সুদূরপ্রসারি।”

পূর্ণবাবুর মন্তব্যে পূর্ণ সহমত প্রকাশ করে একটি কলেজের অধ্যক্ষ এই প্রতিবেদককে বলেন, “পোর্টালে ভর্তি বানচাল করতে পড়ুয়াদের রাজনৈতিক মদতপুষ্ট একটি সংগঠন কলকাঠি নেড়েছিল। কারণ, এখানে চাকরির সুযোগ নেই। তোলাবাজি প্রসারিত হয়েছে ভর্তির ক্ষেত্রেও। বিএসসিতে ভর্তি হতে কোনও পড়ুয়ার যেখানে ১০-১২ হাজার টাকা লাগার কথা, সেখানে ওই সংগঠনের চাপে নেওয়ার চেষ্টা হয় তার তিনগুন অর্থ। সিইউইটি-তে সামিল হয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করলে তো ওভাবে টাকা তোলা যাবে না! এবারেও পশ্চিমবঙ্গের কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তির পোর্টাল চালু হয়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, এবারেও শেষ মুহূর্তে এই পোর্টালে ঘোঁট পাকিয়ে যাবে। অজুহাত দেখিয়ে দায় এড়িয়ে যাবে রাজ্যের শিক্ষা দফতর।

এদিকে, আগে ২৮ মার্চ এবং ৩১ মার্চ অর্থাৎ দু’বার সিইউইটি স্নাতকস্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় জন্য রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ পিছিয়ে দিয়েছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সিইউইটি ইউজি-এর এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। সিইউইটি ইউজি-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা আগামী ১৫ মে থেকে ৩১ মে-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যদিও সিইউইটি ছাড়াও স্নাতক বিভাগে ভর্তি হওয়া যাবে। জেইই, এনইইটি প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-র মতো সিইউইটি-ও ১৩টি ভারতীয় ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে। ২০২৩-এ সিইউইটি প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রতিটি ৩ ঘন্টার ৩টি স্লটে নেওয়া হয়। এবার ওই প্রবেশিকা পরীক্ষা দুটি স্লটে হবে। প্রথম স্লটের সময়কাল ৪৫ থেকে ১৯৫ মিনিট এবং দ্বিতীয় স্লটের সময়কাল ৪৫ থেকে ২২৫ মিনিট।

ঝাড়গ্রামে হাতির হানায় নষ্ট ফসল, ক্ষতির মুখে চাষীরা

ঝাড়গ্রাম, ১৩ এপ্রিল (হি.স) : ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা। নষ্ট হয়ে গেলো বিঘার পর বিঘা চাষের ফসল। শনিবার ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বনকাটি সহ একাধিক এলাকায় খাবারের সন্ধানে রাতে হানা দেয় হাতির দল। তারা খাবারের সন্ধানে সদলবলে ঢুকে পড়ে ফসল জমিতে। যদিও এই ঘটনা প্রথম নয়। প্রতি বছরই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের।

হাতির তাণ্ডপের নাজেহাল সাধারণ মানুষ থেকে চাষীরা। ঝাড়গ্রামের বনকাটি এলাকায় কয়েকশো বিঘের ফসল নষ্ট করল হাতির দল। ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। কখনো হাতির তাণ্ডবে ঘরবাড়ি ভাঙছে কখনো ব্যাপক ফসলের নষ্ট করছে হাতি। যেন কিছু প্রায় ১০০ বিঘে ধান সবজি চাষের ক্ষয়ক্ষতি করে হাতির দলটি। ফলে ব্যাপক চিন্তায় চাষিরা। বারংবার এই হাতির তাণ্ডবে এক প্রকার নাজেহাল হয়েছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের বক্তব্য যেন দ্রুত নষ্ট ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ার খাতড়ায় সিআরপিএফ জওয়ানের বাড়িতে চুরি

বাঁকুড়া, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের সময়ে এক সিআরপিএফ জওয়ানের বাড়ির দরজার তালা ভেঙ্গে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়ার মহকুমা শহর খাতড়ায়। এই ঘটনাটি ঘটেছে, খাতড়ার রবীন্দ্র সরণিতে। দুর্গাপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ছিলেন জওয়ানের স্ত্রী। বাড়ি ফিরে দেখেন সদর দরজার তালা ভাঙ্গা। দুষ্কৃতিরা স্টিলের আলমারি ভেঙে নগদ টাকা, সোনা ও রুপোর গয়না লুট করেছে। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে নির্বিঘ্নে চুরি সেরে চম্পট দিয়েছে চোর। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, খাতড়া বাজার এলাকার শিশু নিকেতন লাগোয়া এই বাড়িটি কদিন ধরে ফাঁকা অবস্থায় তালাবন্দি রয়েছে তা নজরে রেখেছিল চোরের দল। সুযোগ বুঝে তাঁরা বাড়িটিতে হানা দেয়। চোরেরা সদর দরজার তালা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢোকে। সুজাতা রায় গত বুধবার ভোরে দুর্গাপুরে গিয়েছিলেন। সুজাতা দেবীর স্বামী সিআরপিএফ জওয়ান। তিনি ত্রিপুরাতে কর্মরত। শুক্রবার প্রায় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সুজাতা দেবী বাড়ি ফিরে এই চুরির ঘটনা টের পান। খবর দেওয়া হয় খাতড়া থানাতে। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করে। চোরেদের খোঁজে জোরদার তল্লাসি শুরু করেছে খাতড়া থানার পুলিশ।

Affidavit

আমি **JHUTAN MIAH**, পিতা- করিম মিয়া, ঠিকানা- Rajnagar, Bara Pukur Par, P.O. Agartala, P.S. West Agartala, District- West Tripura-799001 নোটারি পাবলিক /ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, আগরতলা কোর্ট, ত্রিপুরা-এর Affidavit দ্বারা **JUTAN MIAH** নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.Agt/26/ APR, 12th April, 2024. **JHUTAN MIAH** ও **JUTAN MIAH** একই ব্যক্তি।

“ছোটবেলার সেইসব স্মৃতি মনকে ভীষণ ভাবে টানে” ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল, (হি.স.): “পয়লা বৈশাখ বাঙালির এক অনন্য উৎসব। অতীতকে বিদায় জানিয়ে নবীনকে আলিঙ্গন করা।” বাংলা নববর্ষে বিশিষ্ট লেখিকা-গবেষক ও শিক্ষাবিদ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ ফুটে উঠল তাঁর স্মৃতিচারণে।

তিনি জানান, “আশৈশব বাংলার বাইরে কাটিয়েছি, বাবার সীমা সড়ক সংগঠন-এ কর্মসূত্রে। বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশ। তাই পয়লা বৈশাখ আমার কাছে কখনো বৈশাখী (পাঞ্জাবি মতে), কখনো বিসু (কেরলে), কখনো বিহু (আসামে), গুডি পরবা (মহারাষ্ট্রে) ! যেখানে থেকেছি, সেখানকার মানুষের সঙ্গে তাদের রীতি- রেওয়াজ অনুযায়ী বৈশাখ-উদযাপনে শামিল হয়ে, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছি।

পয়লা বৈশাখ তাই আমার কাছে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির এক বড় উদাহরণ ! তবে বাড়িতে নতুন জামা পড়ে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে শুনতে দুপুরে ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া অবশ্যই হত। আর বিকেলে অফিসার্স ক্লাবে বিহু (অসমিয়া নৃত্য), ভাঙড়া ও গিদ্ধা (পাঞ্জাব ও জম্মু প্রদেশের নৃত্য- গীত), রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনে, তারপর একটা গ্র্যান্ড ডিনার পার্টির মাধ্যমে দিনটা মন্দ কাটতো না। এখনও ছোটবেলার সেইসব স্মৃতি মনকে ভীষণ ভাবে টানে।

প্রথম যখন কলকাতায় আসি, নববর্ষের বাঙালির উন্মাদনার সঙ্গে পরিচিত হই।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় এই দিনটা আমার কাছে খুব আনন্দের হতো। কারণ তারপরেই, গরমের ছুটি ও বাইরে বেড়াতে যাওয়া। এখন কাজের চাপ বেড়েছে। এই দিনটায় আলাদা করে কোনও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়না। আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। তবে লেখালেখির নতুন পরিকল্পনা অবশ্যই শুরু হয়ে যায়।

পরিশেষে বলি, এইদিনে বাঙালির প্রাণের কবিকে মনে পড়ছে। তাঁকে স্মরণ কর তাই বলি --

’নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন বর্ষ হয় গত! আমি আছি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন করিলাম নত!’ হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নর কঙ্কাল উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত শুরু করেছে। কেউ নিখোঁজ রয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এদিকে নর কঙ্কালটিকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। অপর দিকে স্থানীয়দের বক্তব্য নর কঙ্কালটির হাতে শাখা রয়েছে তাই ধারণা করা হচ্ছে নর কঙ্কালটি কোন মহিলার। পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে আসল ঘটনা।

রতন লাল নাথ

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনের পরে একজন বিধায়ক থাকবেন। তবে পরে সেটাও থাকবে না বলে স্পস্ট জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ”আবকি বার ৪০০ পার” প্রধানমন্ত্রীর এই স্লোগান কে গ্রহণ করেছে সাধারণ মানুষ। প্রচারের নমুনা তাই প্রমাণ করছে। তিনি বলেন এবার তৃতীয়বারের মতো ৪০০ এরও বেশি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসবে এনডিএ সরকার। তার মধ্যে ৩৭০ টি আসন একাই পাবে বিজেপি। মানুষ উন্নয়নের নিরিখে ভোট দেবে, অশুভ জোট ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। তাই আসন্ন লোকসভা এবং উপ নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ইন্ডিজোটের তকমা দিয়ে বেঁচে থাকতে চাইছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কমিউনিস্টরা বলতো মালিকপক্ষ টাকা বেশি খেয়েছে, শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছে। শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করে তারা নিজেদের আখের বুঝে নিত। কিন্তু শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষকেই মরতে হতো। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি শাসনে দেশ আত্মনির্ভর হয়েছে। ত্রিপুরার মা বোনেরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। ২০১৭ সালে যেখানে মাত্র ৪ হাজার এসএইচজি গ্রুপ ছিল সেখানে বর্তমানে ৫৬ হাজার এসএইচজি গ্রুপ রয়েছে।

তিনি ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রসঙ্গ তুলে এনে বলেন, বাম আমলে অন্যায় ভাবে তাদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। আর এই চাকরিগুলির বিরুদ্ধে যারা প্রশ্ন তুলেছিলেন তারা এখন কংগ্রেসে। বাম কংগ্রেস এখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ যারা চাকরি দিয়েছে, আর যারা চাকরি খেয়েছে তারাই এখন একসাথে। এটাই তবে তাদের গণতন্ত্র। তিনি বলেন, তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তাদের এই শাস্তি দেবেন আপনারা। বিজেপির পক্ষে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোট দান করে এদের উপযুক্ত জবাব দেবে গণদেবতারা, বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা।

স্বাগত ১৪৩১

● প্রথম পাতার পর

দেবতার পা ছুঁয়ে দোকান যাত্রায় ব্যস্ত থাকবেন। বাড়ি ঘরেও চলবে পুজোপাঠ। তবে ভীর থাকবে বিভিন্ন বাজার গুলিতে। ভোজন রসিক বাঙালি খাওয়া দাওয়ায় নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন দিনভর। সন্ধ্যা হতে ই গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে বছরের প্রথম দিনটি কাটাতে ব্যস্ত থাকবেন ৮ থেকে ৮০। স্বাগত জানানো হবে নতুন বছরকে। দিনটি ভাল কাটুক বছর আলো কাটুক এই প্রত্যাশা নিয়েই যাত্রা শুরু ১৪৩১ বাংলা।

রসিক বাঙালীর

● প্রথম পাতার পর

ভোজে রসদ জোগাতে ইলিশের চাহিদা রয়েছে বাজারে এমনটাই দাবি বিক্রেতাদের।

প্রধানমন্ত্রী ঃ নাড্ডা

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়নমূলক প্রায় সব প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেছেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর নেতৃত্বে নাগাল্যান্ড বদলে যাচ্ছে। কংগ্রেসের ৭০ বছর এবং মোদী তথা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের ১০ বছরের শাসনামলের তুলনা করে এক এক ব্যাখ্যা করেছেন নাড্ডা। নাগাল্যান্ডে কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই বলে মন্তব্য করে নাড্ডা বলেন, ‘তারা (কংগ্রেস) লোকসভার জন্য লড়ছে, তারা দিল্লির জন্য লড়ছে, অথচ কোহিমায় তাদের কোনও আসন নেই, বিধানসভায়ও কোনও আসন নেই তাদের।’

নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন এনডিপিপি-প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। মঞ্চে ছিলেন বিজেপি এবং এনডিপিপির রাজ্যস্তরের নেতৃবর্গ।

ডুবে শিশুর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিন বছরের সুরজিৎ দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

পরিবারের সবচেয়ে আদরের তিন বছরের সুরজিৎ দেবনাথে মৃত্যুর সংবাদ পেতেই তার পরিবারের লোকজন হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তবে তিন বছরের এই ছোট্ট শিশু সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

সন্দেশখালি কাণ্ডে বিস্ফোরক এনএইচআরসি, নবান্নের রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): সন্দেশখালি কাণ্ডে রিপোর্ট পেশ করে বিস্ফোরক পর্যবেক্ষণের কথা জানাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনার। তৃণমূল পার্টি অফিসে ডেকে মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে কমিশনের রিপোর্টে।

পাশাপাশি রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে, পুলিশকে ডেকে সমঝোতার কথাও বলা হয়েছিল। এনিয়ে কয়েক দফা সুপারিশ করা হয়েছে মানবাধিকার কমিশনের তরফে। রাজ্য সরকার তার ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানতে চাইল কমিশন। আগামী দু মাসের মধ্যে এনিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে রিপোর্ট দিতে হবে।

ভোটের মুখে সন্দেশখালি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা গতি বাড়িয়েছে। বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে জমি, ভেড়ি দখলের অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। এসব ছাড়াও সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের যেসব ধারাবাহিক অভিযোগ উঠেছিল, তার ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তার ভিত্তিতে সুপারিশও করা হয়।

এনএইচআরসি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, শাহজাহানের দুই সাগরেদ --- শিবু হাজরা, উত্তম সর্দাররা যে কোনওরকম অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। তৃণমূলের পার্টি অফিসে ডেকে মহিলাদের গণধর্ষণের অভিযোগকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে সেই রিপোর্টে।

মানবাধিকার কমিশনের আরও পর্যবেক্ষণ, অভিযুক্তদের রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় অনেকেই অভিযোগ করতে পারেননি। এসব নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একডজন সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নিল, তা নিয়ে আগামী ২ মাসের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে।

যদিও কমিশনের এই রিপোর্টকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিজেপির ক্যাডারের মতো কাজ করছে।

সৌগত, সুজন, সুজিত নেতারা দমদমে ঘটনাস্থলে ঘরপোড়াদের পাশে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : এমনিতেই বস্তিতে আগুন ধরলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অকুস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শনিবার দমদমের বস্তিতে অগ্নিকান্ডের পর যেন জনপ্রতিনিধিরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘরপোড়াদের সাহায্য করার জন্য। কারণ, সামনে ভোট। কোন দল কীভাবে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াবে, তা নিয়ে শুরু হয় যায় আশ্বাসের ফুলঝুড়ি।

দমদমে ঘটনাস্থলে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর মন্তব্য, ”ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে আমরা থাকব। আমাদের প্রাথমিক কাজ আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা। আমাদের একটা রোবট আছে। সেটাকেও আনাচ্ছি। জায়গাটা খুব অপরিসর। স্থানীয় কাউন্সিলাররা এবং বাসিন্দারা সহযোগিতা করছেন।”

ঝুপড়িতে আগুন নিয়ে প্রাক্তন স্থানীয় সাংসদ ও দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় বলেন, “পরিস্থিতি খুব খারাপ। বেশ কিছু গরু মারা গেছে। সব জ্বলে গেছে। যা করার আমাদের সরকার করে দেবে। ঘরটর সব করে দিতে হবে। ”

দমদমের মেলাবাগান বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লাগার বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন আগামী নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত এবং সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী।

লোকসভা ভোটের মুখে ফের আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার কালিয়াচকে

কালিয়াচক, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা ভোটের মুখে ফের আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হল মালদার কালিয়াচকে। শনিবার ভোরে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আলিম খান(২৭)। বাড়ি কালিয়াচক থানার মোজমপুরের পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ নারায়ণপুরের হাসপাতাল মোড় এলাকায় হানা দেয়। সেখানে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি সেভেন এম এম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি কার্তুজ। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরী বলেন, ‘আগ্নেয়াস্ত্র সহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে পুলিশ হেপাজত চেয়ে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।’

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নববর্ষের উদযাপনের প্রস্তুতি তুঙ্গে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নববর্ষের উদযাপনের প্রচলন করেন। ঠাকুরবাড়ির এই চিরাচরিত প্রথাকে সম্মান জানিয়ে আজও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নববর্ষ উদযাপন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে দীর্ঘদিন। শনিবার পূর্ণোদ্যমে চলে রবিবারের প্রস্তাবিত আয়োজনের প্রস্তুতি।

এই বছর ১৪৩১ বঙ্গাব্দে রবিবার, সকাল ন’টা থেকে নববর্ষ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে উপনিষদ পাঠের মধ্যে দিয়ে। উপনিষদ পাঠ করবেন অধ্যাপক ডক্টর দিলীপ পান্ডা। তারপর নববর্ষের স্বাগত ভাষণ ও বক্তব্য রাখবেন উপাচার্য শুভ্র কমল মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যের পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগ তাদের সংগীত পরিবেশন করবেন, পরিচালনায় বিভাগীয় অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রী, ---’ঠাকুরবাড়ির সংগীত চর্চা :এক ঐতিহ্যের পুনর্দর্শন’।

এর পর বক্তব্য রাখবেন এই বছরে নববর্ষের প্রধান বক্তা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক চিদানন্দ ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তার বক্তব্যের পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রসংগীত বিভাগ উপস্থাপনা করবে ’যন্ত্রসঙ্গীতে বৈশাখ’, পরিচালনায় বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

সর্বশেষে নৃত্যানুষ্ঠান ’চৈত্রের অবসান’, পরিবেশনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, নৃত্য বিভাগ। পরিচালনায় বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন এর মধ্যে দিয়ে নববর্ষের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা দেবলীনা শেঠ।

হদিশ নেই বৈদ্যবাটির ডুবে যাওয়া যুবকের

হুগলি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : বৈদ্যবাটির এলাকায় কুমোর পাড়ার জগন্নাথ ঘাটে সৌমজিৎ পাল নামে ডুবে যাওয়া এক যুবকের খোঁজ মিলল না শনিবারও। সূত্রের খবর, শুক্রবার তিনি ডুবে যান।

ঘাটে লোক কম থাকায় প্রথমে কেউ দেখতে পারেননি তাঁকে। এই জগন্নাথ ঘাটের পাশেই মুখার্জি ঘাট। সেখানে কয়েকজন যুবক বসে গল্প করার সময় লক্ষ্য করেন ডুবে যাচ্ছেন সৌমজিৎ।তাঁরা সৌমজিৎকে বাঁচানোর জন্য গঙ্গায় ঝাপও দেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই জোয়ার চলে আসায় উঠে যেতে হয় তাঁদের। খবর যায় শেওড়াফুলি ফাঁড়িতে। নামানো হয় ডুবুরির দল। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজেও দেহ পাওয়া যায়নি। শনিবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় উদ্ধার কাজ। যদিও দেহ উদ্ধারের খবর মেলেনি এদিন সন্ধ্যাতেও।

ক্রীড়াঙ্গন

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট : সেমি-র লাইন আপ চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের আরও ৮টি ম্যাচ বাকি। সামাজিক পূজা পার্বণ উপলক্ষে তিন দিন বিরতি কাটিয়ে অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের লীগ পর্যায়ের পরবর্তী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ১৭ এপ্রিল।

১৬ এপ্রিল রাখা হয়েছে ছটি ম্যাচ, ছয় জেলায় ছয় মাঠে। ১৭ এপ্রিল ২ জেলার দুটি মাঠে দুটো ম্যাচ। পরবর্তী সময়ে সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হবে এবং ২১ ও ২২ এপ্রিল দুই দিনে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ লীগের শেষ দিকে রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট পর্যায়ে। আগামী ১৬ এপ্রিল টুর্নামেন্টের পঞ্চম দিন।

অনেকটা গত চার দিনের মতোই ওইদিন ছয় জেলার ছয় মাঠে ৬টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। রাজ্যজুড়ে অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের এই আয়োজন চলছে জোর কদমে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হওয়ার পর অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের এই আসর। এক কথায়, আগামী ১৬ এপ্রিল ছয় জেলার ছয় মাঠে ৬টি ম্যাচে ১২টি দল মাঠে নামছে।

তেলিয়ামুড়ায় ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে সদর বি দল খেলবে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে। রানিরবাজার ক্রিকেট মাঠে বিশালগড় ও সোনামুড়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিশালগড়ে সদর এ খেলবে মোহনপুরের বিরুদ্ধে। ধর্মনগরে গন্ডাছড়া ও কৈলাশহর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

কৈলাশহরে ধর্মনগর ও কমলপুরের খেলা। শান্তির বাজারে বিলোনিয়া ও অমরপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৭ এপ্রিল আরও দুটি গ্রুপ লীগের ম্যাচের পর চার গ্রুপের সেরা চার দল সেমিফাইনালে খেলবে। ইতোমধ্যে উদয়পুর, বিশালগড়, লংতরাইভ্যালি তিনটি করে ম্যাচ, সদর বি, তেলিয়ামুড়া, সদর এ, মোহনপুর, কৈলাশহর, গন্ডাছড়া, বিলোনিয়া ও শান্তির বাজার দুটি করে ম্যাচ জিতে শেষ চারের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। সেমিফাইনালের লাইনআপ তৈরির জন্য ১৬ এপ্রিলের ৬টি এবং ১৭ এপ্রিলের দুটি ম্যাচের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে জুটমিল, এডি নগর, এগিয়ে চলো নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইন আপ প্রায় চূড়ান্ত। বলা হচ্ছে টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কথা। সেমিফাইনালের চারটি দলের মধ্যে ইতোমধ্যে তিনটি দল নিশ্চিত হয়ে আছে। গ্রুপ বি থেকে এডিনগর প্লে সেন্টার এবং এগিয়ে চলো সংঘ যথারীতি শেষ চারে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। গ্রুপ এ থেকে জুট মিল কোচিং সেন্টার সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেও দ্বিতীয় কোনদল সেমিফাইনালে খেলবে তা নির্ভর করছে আগামী ১৬ এপ্রিল, তরুণ সংঘ ও ব্লাড মাউথের ম্যাচের ফলাফলের উপর। এই ম্যাচে যে দল জয়ী হবে তারাই সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। যদি অনিবার্য কারণে ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হয় তবে পয়েন্টের নিরিখে তরুণ সংঘ সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। ১৬ এপ্রিল লিগ পর্যায়ের আরেকটি ম্যাচ রয়েছে। সেটি নিউ প্লে সেন্টার ও এডি নগর প্লে সেন্টারের মধ্যে। এতে এডি নগর প্লে সেন্টার জয়ী হলে গ্রুপ বি থেকে অপরাজেয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে এডি নগর প্লে সেন্টার ২২ এপ্রিল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জুটমিল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে খেলবে। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি হবে ২১ এপ্রিল। তবে সেমিফাইনালের পুরোপুরি লাইন আপ চূড়ান্ত করনের জন্য ১৬ এপ্রিলের দুটি লীগ পর্যায়ের ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকাতেই হচ্ছে।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটের ৪টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ পুরোপুরি তৈরি। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালের ৪টি ম্যাচ আগামী ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওইদিন তিন মাঠে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ লিগ পর্যায়ের খেলা শেষে গ্রুপ-এ থেকে সেরা চারটি দল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, সংহতি, চলমান সংঘ এবং কসমোপলিটন মূল পর্বে খেলবে। পাশাপাশি গ্রুপ বি থেকে সেরা চারটি দল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব, স্ফুলিঙ্গ, ব্লাডমাউথ এবং ইউনাইটেড বিএসটি খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী ১৫ এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে। একই স্টেডিয়ামে বেলা একটায় চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে কসমোপলিটন খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। এদিকে, পুলিশ টেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে সংহতি ও ব্লাড মাউথ ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে চলমান সংঘ ও স্ফুলিঙ্গ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সেমিফাইনাল পর্যায়ের দুটি ম্যাচ হবে ১৭ এপ্রিল এমবিবি স্টেডিয়ামে এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল দশটা থেকে। এবং ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে ২১ এপ্রিল, সকাল দশটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে।

আইপিএলে দারুণ ছন্দে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছেন না কিষান

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই ভারতীয় কিপার-ব্যাটসম্যান ইশান কিষান গত নভেম্বরে ভারতের হয়ে শেষ খেলেছেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় ক্রিকেট থেকে বিরতিতে ছিলেন। চলতি মাসের ফেব্রুয়ারিতে ডিওয়াই পাতিল টি-টোয়েন্টি কাপ দিয়ে মাঠে ফিরেছেন কিষান। এখন খেলছেন এবারের আইপিএলে। এখনও পর্যন্ত তিনিই মুম্বইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ১৬১ রান করেছেন ১৮২.৯৫ স্ট্রাইক রেটে। এবারের আইপিএলে তাঁর বিস্ফোরক ইনিংস গুলো দেখার পর বিশ্বকাপ প্রসঙ্গটা এসে যাচ্ছে। এনিয়ে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে খুব বেশি সামনে তাকাচ্ছি না। বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়াটা আমার হাতে নেই। এই মুহূর্তে আমি সবকিছু খুব সহজভাবে নিচ্ছি। একবারে একটা করে ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। বুঝতে হবে, অনেক কিছুই খেলোয়াড়দের হাতে থাকে না।''

পঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস, হেড টু হেড রেকর্ড, পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পঞ্জাব কিংস রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হবে। ম্যাচের আগে দেখে নেওয়া যাক হেড-টু-হেড রেকর্ড এবং পরিসংখ্যানে কারা এগিয়ে।

আইপিএলে পিবিকেএস বনাম আরআর হেড-টু-হেড:

**খেলা হয়েছে : ২৬টি

**পঞ্জাব কিংস জিতেছে : ১১টি

**রাজস্থান রয়্যালস জিতেছে : ১৫টি

**শেষ ফলাফল : রাজস্থান রয়্যালস ৪ উইকেটে জিতেছে (২০২৩)।

পিবিকেএস বনাম আরআর আইপিএল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান:

**সঞ্জু স্যামসন (আরআর): ১৭ ইনিংসে ৫৯৬ রান।

**কেএল রাহুল (পিবিকেএস): ৮ ইনিংসে ৪৯০ রান।

**শন মার্শ (পিবিকেএস) : ৭ ম্যাচে ৪০৯ রান।

পিবিকেএস বনাম আরআর আইপিএল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট:

**আরশদীপ সিং (পিবিকেএস): ৭ ম্যাচে ১৫ উইকেট।

**পীযূষ চাওলা (পিবিকেএস): ১৫ ম্যাচে ১৪ উইকেট।

**সিদ্ধার্থ ত্রিবেদী (আরআর):১০ ম্যাচে ১১ উইকেট।

আইএসএল: সোমবার যুবভারতীতে মুম্বই এফসি ম্যাচে দর্শক বাড়াতে টিকিটের দাম কমাল মোহনবাগান

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : দু''বছর আগে জামশেদপুরের কাছে হেরে মোহনবাগানের লিগ-শিল্ড জয়ের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। আবার সেই সুযোগ এসেছে। সোমবার যদি যুব ভারতীতে মুম্বই এফসিকে মোহনবাগান হারাতে পারে তাহলে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ থাকছে। তাই এই ম্যাচে মাঠে দর্শক ভরাতে টিকিটের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিল সবুজ-মেরুন কর্তারা। শনিবার অফলাইনে ৫০ ও ১০০ টাকা মূল্যের টিকিট যুবভারতী ও মোহনবাগান মাঠ থেকে বিক্রি করা হবে।

৬০ হাজার টিকিটের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২২ হাজার বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে দাবি মোহনবাগানের। এই মুহূর্তে ২১ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে আছে মুম্বই। আর সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় স্থানে আছে মোহনবাগান। তাদের সংগ্রহ ৪৫ পয়েন্ট। সুতরাং প্রথমবার শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে হলে সোমবার মুম্বইকে হারাতেই হবে মোহনবাগাকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মোদি-শাহ'র আগমন ঘিরে শরিকদলদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী ও অমিত শাহর সফরকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তার জোট শরিক আইপিএফটি ও তিপরা মথার প্রতিনিধিদের নিয়ে শনিবার এক প্রস্তুতি এক বৈঠক অনুষ্ঠিত আগরতলায়। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি কৃতি সিং দেববর্মা সহ দলের বিভিন্ন নেতৃত্বরা।
এই দিনের এই বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী টিংকু রায় জানান, মূলত পূর্ব এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েই এদিন বিজেপি এবং শরিক দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও ১৫ এপ্রিল রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন তিনি ১৭ এপ্রিল রাজ্যে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই যাবতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে প্রস্তুতির জন্যই এদিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এদিনের বৈঠক সর্মকে বলতে গিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, মূলত নির্বাচনী প্রচার নিয়েই যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিন। নির্বাচনের আর কয়েকদিন বাকি, তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এদিন।
এদিকে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মন বলেন, পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রচারে বেরিয়ে বিপুল সাড়া পাচ্ছেন তিনি। মানুষ উনার সঙ্গে রয়েছেন। বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার আশা প্রকাশ করেন প্রার্থী।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলো কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক বিষয়ে সরব হলো প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী একাধিক বিষয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন। তিনি বলেন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে গত ১০ বছরে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাদের দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি বিজেপি সরকার। মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে। আর এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর ভর করে পুনরায় তারা সরকার গড়তে চাইছেন। গত গত ১০ বছর ধরে দেশবাসীর সাথে প্রতারণা করে দেশের সর্বনাশ করেছে বিজেপি। এমনই অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি কৃষকদেরও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে গত ১০ বছরে। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদের ভোট দান করার আহ্বান করেন কংগ্রেস মুখপাত্র।

অটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: বটতলা চক্করে অটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা। জানা যায় বটতলা চক্করে কোলে শিশু কন্যাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই মহিলা। হঠাৎ করে এক অটো চালক মহিলাকে ধাক্কা মারে। এতে মহিলার পায়ে প্রচন্ড আঘাত পায়। অল্পের জন্যে রক্ষা পায় কোলের শিশুটি।
স্থানীয়রা অটো চালককে আটক করে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং আহত মহিলাকে দমকল বাহিনী এসে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত ওই অটো চালক নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিল।

টমটমের ব্যাটারি চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: টমটমের ব্যাটারী চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা খেলো এক যুবক। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বটতলা ফাঁড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, টমটম চালক বটতলা বীজ সংলগ্ন এলাকায় টমটমটিকে রেখে নিজস্ব কাজে গেছিল। তখনই ওই যুবক টমটমের ব্যাটারি চুরি করতে আসে বলে অভিযোগ।
এদিকে টমটমের মালিক এসে এই ঘটনা দেখতে পেয়ে ওই যুবককে আটক করেছে। তার কাছ থেকে ব্রাউন সুগারের বেশ কয়েকটি কৌটা উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে নেশায় সিরিঞ্জও উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বটতলা ফাঁড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মূলত নেশার টাকা জোগাড় করতেই এই ধরনের কান্ড সে সংঘটিত করেছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে চড়ক পূজা ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ এপ্রিল: ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত দিনানাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির মাঠে অনুষ্ঠিত হলো চিরাচরিত প্রথায় চড়ক পূজা। চৈত্র সংক্রান্তির গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের চড়ক পুজো। ধর্মনগর শহরে বড় চারটি চড়ক পূজা হয়ে থাকে, এর মধ্যে এই চড়ক পূজাটি সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে। হাজারো মানুষ আসে এই চড়ক পূজার গাজন নৃত্য দেখতে।
চড়ক পূজায় সাধারণত কালী ও শিবের নাচ একটি মুখ্য অংশ হয়। কালী মার আদিশক্তি দেখানো হয়। এই নাচের মাধ্যমে মানুষের জীবনের চলারও নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। এটি একটি মহৎ উৎসব যেখানে ধার্মিক এবং সাংস্কৃতিক দুটি মূল দিক একসাথে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

বিজেপিতে যোগদান অব্যাহত, ২৩ পরিবারের ১৫৭ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: লোকসভা নির্বাচন আর হাতে গোনা পাঁচ দিন মাত্র বাকি আছে তার আগেই দলত্যাগ অব্যাহত রয়েছে। শনিবার আগরতলার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এই যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।
এদিন রাজ্যের প্রায় ছয়টি মন্ডলের ভোটাররা বিভিন্ন দল ত্যাগ করে বিজেপি দলের সামিল হয়েছে। এদিন ২৩ পরিবারের ১৫৭ জন ভোটার যোগদান করেন বিজেপিতে। তাদেরকে বরন করে নেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সাধারন সম্পাদক রানা ঘোষ।
যোগদান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, যুব কংগ্রেস থেকে যুব মোর্চার যোগদান করা আমির হোসেনের নেতৃত্বে এদিন প্রায় ছয়টি মন্ডলের থেকে এই যোগদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। নবাগতদের স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর সমর্থনে পথসভা ও মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: নির্বাচনের হাতে কোন আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। শেষ মুহূর্তের প্রচারে অংশ নিচ্ছে প্রত্যেকটি দল। শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার সমর্থনে জিরানিয়া, মান্দাই,খুমলুঙ এলাকায় সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, পবিত্র কর, প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা সহ বাম ও কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা।
এদিনের পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক দে বলেন, কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশি। তাই কেন্দ্রে পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি সাধারণ মানুষকে আহ্বান করে বলেন, নিজের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে এই সরকারকে পরিবর্তন করুন। তাঁর কথায়, মানুষ এই সরকারকে আর সহ্য করতে পারছে না। তাই এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত।
এদিন প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা বলেন, লড়াই অগনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই। সংবিধানকে রক্ষা করতে এ লড়াইয়ে জনগণকে সামিল হয়ে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে ভোট দান করার আহ্বান করেন তিনি।

নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজে পেতে দিশেহারা পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: দীর্ঘ ৬ মাস ধরে নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হলেন পিতা। নিখোঁজ ছেলের নাম সুমন মিয়া(২৪)। ছেলেটির বাড়ি রাজনগর পিয়ারবাড়ি থানাধীন দক্ষিণ রাঙ্গামুড়া এলাকায়।
জানা যায় আজ থেকে প্রায় ছয় মাস আগে রাজনগর পিয়ারবাড়ি থানার দক্ষিণ রাঙ্গামুড়া আব্দুল আজিদ এর ছেলে সুমন মিয়া কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তার পরিবারের লোকজন তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে সে বলে,সে নাকি উদয়পুর রয়েছে এবং সে উদয়পুর থেকে দিল্লি চলে যাবে। এই পর্যন্ত ছিল তার সাথে মোবাইলে শেষ কথা।
কিন্তু আজকে ছয় মাস ধরে, সুমন মিয়ার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে তার মোবাইল নম্বর সুইচ অফ,বাড়ির লোক তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন মতে তার সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তার ব্যবহৃত বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমেও তার সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছেনা। সবকিছু বন্ধ রয়েছে। এদিকে তার পরিবারের লোকজন সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে খোঁজখবর নিয়েও কোন সন্ধান পাচ্ছে না। নিখোঁজ ডায়েরি করার পরেও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তার।অবশেষে বাধ্য হয়ে শনিবার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানান তিনি।

খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের উপস্থিতিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ এপ্রিল: শনিবার সকাল ১০ টায় পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসন এর আওতাধীন খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগারওয়ালের উপস্থিতিতে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন, জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর রমেশ যাদব, মহকুমা শাসক ম্যাগা জইন সহ অন্যান্য জেলা পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, আগামী ২৬ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোটদান অনুষ্ঠিত হবে। এই ভোটদান প্রক্রিয়াকে শান্তিপূর্ণভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রশাসনের সাথে যাতে সাধারণ ভোটারও এগিয়ে আসেন এবং প্রত্যেকে তাদের নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গণতন্ত্রের এই উৎসবের শামিল হন।

মহিলা টিএসআর বাহিনীর রোডমার্চ উত্তর জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ এপ্রিল: নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উত্তর জেলায় মহিলা টিএসআর বাহিনীর রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিতে শনিবার রোডমার্চ করল উত্তর জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে মহিলা টিএসআর বাহিনী। আসন্ন ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করে তুলতে পুলিশ সহ টিএসআর বিএসএফ সিআরপিএফ সিআইএসএফ এদেরকে নিয়ে যৌথ রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার মহিলাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করতে এবং মহিলাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার মহিলা টিএসআর বাহিনীকে নিয়ে রোড মার্চে শামিল হন। এই রোডমার্চে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরেমি ডার্লিং, এস ডি পি ও দেবাশীষ সাহা, ধর্মনগর থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার, মহিলা থানার ওসি শিপ্রা দাস, ধর্মনগর থানার সেকেন্ড অফিসার মমতাজ হাসিনা সহ প্রত্যেকে এই রোড মার্চে যোগদান করেন।
পুলিশ সুপার জানান উত্তর জেলায় ১৭ টি পুলিশ স্টেশন রয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা ভোটার রয়েছে এই কেন্দ্রে। তাই মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়ে এই ১৭ টি পুলিশ স্টেশন নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে রাখা হবে তাছাড়া মহিলাদের দেখে মহিলা ভোটাররা অনুপ্রাণিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণে ভোটদানে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী যেভাবে পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করে ভোটের জন্য এগিয়ে চলেছে তাতে পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে ভোট প্রদানে মানুষের অর্থাৎ গণদেব তাদের অত্যাধিক যোগদান আশা করা যাচ্ছে।

গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় জেলা বনদপ্তরের বিশাল সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: ফের চোরাই কাঠ উদ্ধার করল বন দপ্তরের আধিকারিকরা। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গোকুলনগর রাস্তামাথা এলাকা থেকে একটি গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ চোরাই কাঠ, এবং একটি নাম্বার বিহীন কমান্ডার গাড়িতে দুটি অবৈধ গাছের লগ, একটি সমেইল, একটি জেনারেটর সহ একটি অ্যাপাচি বাইক উদ্ধার করে বনদপ্তর কর্মীরা শনিবার বিকেলে।
জানা যায় গোপন খবরের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার সুমিত দেবের নেতৃত্বে বিএসএফ জওয়ান যাত্রাপুর ও মেলাঘর অফিসের বনদপ্তরের কর্মী শনিবার বিকেল ৩ টা ৩০ মিনিটে গোকুলনগর রাস্তামাথা এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে সেখান একটি নাম্বার বিহীন কমান্ডার গাড়িতে দুটি অবৈধ গাছের লগ এবং টিআর০৭-বি-১৭০২ নাম্বারে একটি চার চাকার টাটা ম্যাজিক গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ চোরাই কার্ড, ১টি কাঠের সমেইল, ১টি জেনারেটর সহ টিআর০৭-বি-৯৮৫৩ নাম্বারের একটি অ্যাপাচি বাইক উদ্ধার করে।
জেলা বনদপ্তরের আধিকারিকের অভিযানের আগাম খবর পেয়ে বনদুস্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সমস্ত কিছু উদ্ধার করে চড়িলাম বনদপ্তর অফিসে নিয়ে আসেন আধিকারিকরা। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের আটক করার লক্ষ্যে তদন্তে নামেন জেলা বনদপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই দুটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হলো একটি দোকান। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো দুটি দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে নতুন বাজার থানা সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার ভোর আনুমানিক চারটে নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। প্রথমে একটি দোকানে আগুন লেগে পার্শবর্তী দোকানগুলিও আগুনের সংস্পর্শে আসে। ফলে ওই দোকানগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়দের প্রতিষ্ঠায় এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় লক্ষাধিক টাকা হবে বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে কি থেকে আগুনের সূত্রপাত সে সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এ ধরনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকা।

অডিওলজি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত উত্তর ত্রিপুরার ডিডিআরসি- তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ এপ্রিল: সক্ষম ত্রিপুরার উদ্যোগে এবং ডিডিআরসি উত্তর ত্রিপুরা দ্বারা সমর্থিত, ডিডিআরসি উত্তর ত্রিপুরা অফিসে একটি অডিওলজি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। গত ২ বছর ধরে উত্তর ত্রিপুরায় কোনও অডিওলজিস্ট নেই তাই শ্রবণ প্রতিবন্ধী রোগীদের সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় না এবং প্রতিবন্ধী শংসাপত্র পুনর্নবীকরণ এবং নতুন জারির তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়।
শ্রবণ প্রতিবন্ধী দিব্যাঙ্গদের সমস্যা কমাতে, শিলচরের ডাঃ অলোক বিশ্বাস ডিডিআরসি উত্তর ত্রিপুরা পরিদর্শন করেছেন এবং আজ ১৫ জন রোগীকে পরীক্ষা করেছেন। ডিডিআরসি-এর নতুন কেনা টাইম্পানাম বিশ্লেষক মেশিনটি আজ তিনি স্থাপন করেছিলেন এবং রোগীদের বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান আনতে সক্ষম এবং ডিডিআরসি আলোচনায় আছে। ডঃ অলোক ডিডিআরসি উত্তর ত্রিপুরা অফিসে অভাবীদের অডিওমেট্রি পরীক্ষা করার জন্য প্রতি মাসে ২ দিন উৎসর্গ করে উত্তর ত্রিপুরার জনগণের জন্য পরিষেবা দিতে সম্মত হয়েছেন।ডঃ সন্দীপক রায়, ডিডিআরসি উত্তর ত্রিপুরার সদস্য সচিব এবং সাক্ষমের মিঃ রাজীব বিশ্বাস এই সঙ্কট সমাধানের জন্য উতসাহের সাথে কাজ করছেন।

ফের প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল: মোহনপুর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে নেশা বিরোধী অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ। ১৯ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনের পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ।
এই ভোটগ্রহণকে সামনে রেখে মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক তৃদীপ সরকার সহ বিশাল পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা।
বলা বাহুল্য মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হওয়ার পর মোহনপুর মহকুমার উষাবাজার থেকে সুবল সিং, নন্দননগর থেকে কলকালিয়া গোটা এলাকায় নির্বাচনী পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে ময়দানে নামে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্তের নেতৃত্বে।
এই সময় একাধিক বার তিনি নেশা বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। ঠিক তেমনি শনিবার মোহনপুর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে ১৯ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণকে সামনে রেখে বামুটিয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত কালী বাজার সহ একাধিক জায়গায় নেশা বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সাফল্য পায়।উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ।
এই বিষয়ে মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে বলেন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মহকুমা এলাকার শান্তি শৃংখলা,আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই অভিযান পাশাপাশি বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সশস্ত্র হামলা, হতাহত নেই

ইমফল, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : মণিপুরের মৈরাংপুরেলে আজ শনিবার সকালে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা অতর্কিত হামলা চালিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর। তবে সৌভাগ্যবশত এই হামলায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। জানা গেছে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে।
এদিকে ইমফল ইস্ট সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশনস (সিডিও)-এর অফিসার ইনচার্জ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, আজ সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ মৈরাংপুরেলে সিডিও নিরাপত্তা বাহিনী যখন টহল দিচ্ছিল, তখন সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা তদের ওপর আক্রমণ করে। সিডিও-র দল এলাকায় পাঠালে তাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এত পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে যায়।
সিডিওর অফিসার ইনচার্জ জানান, পাহাড় থেকে সশস্ত্র হামলাকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর উপর সমন্বিত আক্রমণ শুরু করেছিল। তবে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা সংঘটিত হয়নি, জানান অফিসার ইনচার্জ

ইডি হেফাজতে ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে কোর্টে দাবি শাহজাহানের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল, (হি.স.): ইডি হেফাজতে 'জোর করে' বয়ান লেখানো হয়েছে তাঁকে! এই মর্মেই অভিযোগ তুলে আদালতে আবেদন জানালেন সন্দেশখালিকাণ্ডে ধৃত শাহজাহান শেখ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে শাহজাহান যে বয়ান দিয়েছেন, তা-ও তিনি প্রত্যাহার করতে চাইছেন বলে শাহজাহানের আইনজীবী জাকির হুসেন শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত বলাগড়ের যুবনেতা কুন্তল ঘোষ এবং রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শঙ্কর আঢ্যও একই অভিযোগ তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে।
শনিবার সন্দেশখালি মামলার শুনানি ছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। শুনানি চলাকালীন ব্যাঙ্কশাল আদালতে শাহজাহানের বিচার বিভাগীয় হেফাজত চেয়ে আবেদন জানান ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি ছিল, এই মামলায় কারা সাক্ষী দিয়েছেন, তা শাহজাহান জানেন। তাই এখন যদি শাহজাহানকে মুক্তি দেওয়া হয়, তা হলে মামলায় অসুবিধা হতে পারে।
শাহজাহানের আয়-বহির্ভূত অনেক সম্পত্তি রয়েছে বলেও আদালতে জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। সেই সময়েই আদালতে একটি হাতে লেখা কাগজ তুলে ধরেন শাহজাহানের আইনজীবী জাকির। তিনি আদালতে জানান, ওই কাগজে শাহজাহানের বয়ান রয়েছে এবং তিনি তা আদালতে জানাতে চান।
শাহজাহানের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, ইডি হেফাজতে শাহজাহানকে ভয় দেখিয়ে জোর করে বয়ান লেখানো হয়েছিল। হুমকি দেওয়া হয়েছিল, ওই বয়ান না দিলে তাঁকে, তাঁর পরিবারকে মাদক এবং মহিলা পাচার মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। এর পরেই শাহজাহান বয়ান দেন। তবে এখন শাহজাহান ইডিকে দেওয়া তাঁর বয়ান প্রত্যাহার করতে চান বলেও আদালতে আবেদন (রিট্র্যাক্টশন পিটিশন) জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী জাকির।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।